ঈমানের সঠিক বিশ্লেষণ

আলা হযরত শাহ আহমদ-রেযা খান বেরলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে)

মুহাম্মদী কুতুবখানা

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ঈমানের সঠিক বিশ্লেষন

RE PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
REDUCED [28MB TO 7MB]
SunniPedia.blogspot.com
File taken from Amarislam.com

মূল ঃ
আলা হযরত শাহ মাওলানা
আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে)

অনুবাদ ঃ
অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান

মুহাম্মদী কুতুবখানা
৪২, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬১৮৮৭৪ মোবাইল ঃ ০১৮৯-৬২১৫১৪

প্রকাশনায় ঃ

নিশান প্রকাশনী

৩৯, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ চিত্রণেঃ

মুহাম্মদ এনামুল হক

কম্পোজ ঃ

আল-আমিন কম্পিউটার

২১, জি.এ. ভবন (৪র্থ তলা) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রথম প্রকাশ ঃ

পহেলা ফেব্রুয়ারী, নব্বই।

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ

১লা ফেব্রুয়ারী '৯৩

পুনঃ মুদ্রণ - মার্চ '৯৫

তৃতীয় সংস্করণ ঃ

১১ এপ্রিল ২০০৭

হাদিয়া ঃ ১৫/-

অনুবাদকের কথা

আ'লা হযরত শাহ মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) এর تمهيد ايمان পুস্তিকাটি বাংলায় অনুবাদ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। পুস্তিকাটির মূল বক্তব্য অনুসারে এর বাংলা নামকরণ করা হয়েছে- 'ঈমানের সঠিক বিশ্লেষণ।' ঈমান হরণকারী বাতিলপন্থীরা চারদিক থেকে যেভাবে মাথাচড়া দিয়ে উঠছে, এহেন মুহূর্তে এ পুস্তিকাটির গুরুত্ব অপরিসীম। আ'লা হযরত তাঁর ক্ষুরধার লিখনীর মাধ্যমে এ পুস্তিকায় অতিসংক্ষেপে এমন চমৎকারভাবে ঈমানের সঠিক বিশ্লেষন করেছেন, যা যে কোন পাঠকের মনে সাড়া জাগাতে সক্ষম। নিরপেক্ষ মন নিয়ে যে কেউ এ পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করলে, সহজে বিপদগামী হবেনা।

পুস্তিকাটি সহজবোধ্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠক মহলের কাছে পুস্তিকাটি সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

ইতি

\- অনুবাদক

RE PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
REDUCED [28MB TO 7MB]
SunniPedia.blogspot.com
File taken from Amarislam.com

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
☆ নবী আলাইহিস সালামের তাযীমের উপর ঈমান নির্ভর শীল।	৫
☆ নবী আলাইহিস সালামের প্রতি মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি ও সমগ্র জগত থেকে বেশী মহব্বত পোষণ নাজাতের পূর্ব শর্ত -	৭
☆ নবী আলাইহিস সালামের শানে বেআদবী করীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরণে সাতটি সুফল।	১০
☆ এখনই ঈমানের অগ্নি পরীক্ষার সময়	১২
☆ একটি ভুল ধারণার অবসান	৩৯

RE PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)
REDUCED [28MB TO 7MB]
SunniPedia.blogspot.com
File taken from Amarislam.com

ঈমানের সঠিক বিশ্লেষন

মুসলিম ভাইদের প্রতি সবিনয় নিবেদন

প্রিয় ভাইসব!

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।

আল্লাহ্ পাক আপনাদের সবাইকে এবং আপনাদের দুআয় এ অধম গুণাহ্গারকে যেন সঠিক ধর্মের উপর অটল রাখেন এবং তাঁর হাবীব হযরত মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঠিক মহব্বত যেন আমাদের অন্তরে স্থান পায় এবং এ অবস্থায় যেন আমাদের পরিসমাপ্তি ঘটে, এ দুআ করবেন। আমীন, ইয়া আরহামার রাহেমীন।

নবী আলাইহিস সালামের তাযীমের উপর ঈমান নির্ভরশীল

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّ-
رُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا (٩-٢٦)

(হে নবী, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সাক্ষী, সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। যাতে (হে লোক সকল) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রসূলকে তাযীম ও শ্রদ্ধা কর এবং সকাল-বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর।)

মুসলমানগণ, লক্ষ্য করুন, উক্ত আয়াতে দ্বীনে ইসলামের আবির্ভাব ও কুরআন অবতরণের তিনটি উদ্দেশ্যই আল্লাহ তাআলা ব্যক্ত করেছেন- এক, আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমান আনা, দুই, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান করা এবং তিন, আল্লাহ তাআলার ইবাদতে নিয়োজিত থাকা। দেখুন, এ তিনটি মহা মূল্যবান কথাকে আল্লাহ তাআলা কি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। সর্বপ্রথম ঈমানের কথা আর সর্বশেষ ইবাদতের কথা বলেছেন এবং মাঝখানে বলেছেন তাঁর হাবীবের সম্মানের কথা। এজন্য ঈমান ব্যতীত কেবল সম্মান কোন কাজে আসবেনা। অনেক খৃষ্টান নবী করীম আলাইহিস সালামের মান-সম্মান ও তাঁর প্রতি বিধর্মীদের আরোপিত বিভিন্ন অভিযোগ খন্ডন করে পুস্তক রচনা করেছে এবং বক্তৃতা বিবৃতি দিয়েছে, কিন্তু ঈমান না থাকায় কোন কাজে আসলোনা। তাঁদের এ সম্মান ছিল বাহ্যিক মাত্র। সত্যিকারভাবে যদি হুযূর আলাইহিস সালামের প্রতি মহব্বত থাকতো, তাহলে নিশ্চয় ঈমান আনতো। আর নবী আলাইহিস সালামের প্রতি সঠিক সম্মানবোধ না থাকলে সারা জিন্দেগী খোদার ইবাদতে নিয়োজিত থাকলেও বৃথায় পর্যবসিত হবে। অনেক যোগী-সন্ন্যাসী দুনিয়াদারী বর্জন করে নিজেদের পদ্ধতি মত খোদার উপাসনায় জীবন কাটিয়ে দেয়। বরং তাদের মধ্যে অনেকেই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর জিকিরও করে থাকে। কিন্তু বিফল। কেননা নবীজির প্রতি সম্মান খোদা প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রসঙ্গেই বলেছেন ঃ

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ○

(যে সমস্ত আমল তারা করেছে, আমি সব বিনষ্ট করে দিয়েছি।)
তাদের সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে ঃ

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً

(ক্লান্তিকর সাধনা করবে আর এর পরিণামে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে।)
মুসলমানগণ! বলুন, নবী করীম আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মানের উপর ঈমান, নাজাত ও আমলসমূহ গৃহীত হওয়াটা নির্ভরশীল কি-না ? বলুন, নিশ্চয়ই নির্ভরশীল।

নবী আলাইহিস সালামের প্রতি মা-বা,সন্তান-সন্ততি ও সমগ্র জগত থেকে বেশী মহব্বত পোষণ নাজাতের পূর্বশর্ত।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান ঃ

قُلْ إِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۔ (پـ ١٠ ـ ٩)

(হে নবী, তুমি বলে দাও-ওহে লোক সকল, তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান, ভাই, পত্নী, স্বগোষ্ঠী, অর্জিত সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের পছন্দনীয় বাসস্থান-এসবের কোন একটি যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে চলার প্রচেষ্টা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর শাস্তি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ তা'আলা অবাধ্যদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট বোঝা গেল, যার কাছে পৃথিবীতে কোন সম্মানিত ব্যক্তি, কোন প্রিয়জন, কোন সম্পদ বা অন্য কোন জিনিষ আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লালাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বেশী প্রিয় হয়, সে আল্লাহর দরবারে মরদুদ হিসেবে বিবেচ্য, আল্লাহ তাকে সৎপথের সন্ধান দেবেন না। তাকে আল্লাহর আজাবের অপেক্ষায় থাকতে হবে। (আল্লাহ থেকে পানা) আমাদের প্রিয় নবী আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

(তোমাদের মধ্যে কেউ মুসলমান বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে

তার মা-বাপ, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হই।) হুযুর আলাইহিস সালামের এ হাদীছটি সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস ইবনে মালেক আনসারী (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে।
এখানে পরিস্কারভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, যে হুযূর আলাইহিস সালাম থেকে অধিক অন্য কাউকে প্রিয় মনে করে, সে কখনও মুসলমান হতে পারেনা।

মুসলমান ভাইসব!

এবার বলুন, হুযূর আলাইহিস সালামের প্রতি সমস্ত জাহান থেকে বেশী মহব্বত পোষণ ঈমান ও নাজাতের পূর্ব শর্ত কিনা ? নিশ্চয়ই 'হ্যাঁ' বলবেন। এমনকি সমস্ত কালেমা পড়ুয়া মুসলমান সানন্দে বলবে-নিশ্চয় আমাদের অন্তরে মা-বাপ সন্তান সন্ততি ও সমগ্র জাহান থেকে তাঁর প্রতি বেশী মহব্বত রয়েছে। কিন্তু এতটুকু বললে যথেষ্ট হবে না, আল্লাহ তাআলা কি বলছেন মনোযোগ সহকারে একটু শুনুন-

الٓمّٓ ۚ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝

(মানুষ কি সেই ধোঁকায় আছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এতটুকু বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে ?) এ আয়াতে মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ারী সংকেত দেয়া হয়েছে যে কেবল কলেমা পাঠ করলে এবং মৌখিক মুসলমান দাবী করলে রেহাই মিলবে না, কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতেই হবে। সেই পরীক্ষায় কামিয়াব হলেই সত্যিকার মুসলমান বলে বিবেচিত হবেন। প্রত্যেক কিছু পরীক্ষার বেলায় তা-ই যাচাই করে দেখা হয়, যা দাবী করা হয়, তা বাস্তবে আছে কিনা। একটু আগে কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, সঠিক ঈমানের জন্য দু'টি বিষয় প্রয়োজন-(১) হুযূর আলাইহি সালামের তাযীম এবং (২) তাঁর প্রতি মহব্বতকে সমগ্র জাহানের উর্ধ্বে স্থান দেয়া। আল্লাহ তাআলা তাঁর পরীক্ষায় এটাই যাচাই করে দেখবেন। আপনারা যাদের সাথে সম্পর্কিত, যাদেরকে অতি সম্মান করেন, যাদের সাথে একান্ত মহব্বত রাখেন, যেমন আপনাদের মা-বাপ, শিক্ষক, পীর, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব প্রমুখ; তারা যখনই হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শানে বেআদবী করে, তখন আপনাদের অন্তরে তাদের প্রতি সম্মান ও ভালবাসার নাম নিশানা পর্যন্ত থাকতে পারে না। সাথে সাথে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যান। দুধ থেকে মাছি বের করার মত তাদেরকে অন্তর থেকে বের করে দিন। তাদের নাম-নিশানাও অন্তর থেকে মুছে ফেলুন। এরপর থেকে আপনি তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না, তাদের ব্যক্তিত্ব, বুজুর্গী এবং ফজিলতের কথা চিন্তা করে ধোঁকায় পতিত হবেন না। এসব কিছু হুযূর আলাইহিস

সালামের গোলামীর বদৌলতেই ছিল। কিন্তু হুযূর আলাইহিস সালামের শানে যখনই বেআদবী করলো, তখন থেকে তাদের সাথে আর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাদের জুব্বা, পাগড়ী দ্বারা কি হবে? অনেক ইহুদীরা জুব্বা-পাগড়ী কি পরে না? তার নাম, জ্ঞান ও বাহ্যিক ফজীলত দ্বারা কি হবে? অনেক পাদরীরাও কি দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে না? তাতে কি আসে যায় । যদি এ রকম মনোভাব সৃষ্টি না হয়, বরং রসুলে করীমের প্রতি বেআদবীকারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন বা ওকে সর্বনিকৃষ্ট মনে না করেন বা ওকে মন্দ বলতে অস্বস্তিবোধ করেন অথবা এ ধরণের বেআদবীর প্রতি আদৌ গুরুত্বারোপ না করেন, কিংবা আপনাদের অন্তরে ওর প্রতি ব্যাপক ঘৃণার উদ্বেগ না হয়, তাহলে আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেরাই বিবেচনা করে দেখুন, ঈমানের পরীক্ষায় কামিয়াব হয়েছেন কিনা? কুরআন-হাদীছ যেটাকে ঈমানের মূল ভিত্তি বলেছেন, সেটা থেকে কত দূরে সরে গেছেন, তা একবার ভেবে দেখেছেন কি ? মুসলমানগণ! যার অন্তরে মুহাম্মদ মুস্তাফা আলাইহিস সালামের সম্মানবোধ রয়েছে, সে কি হুযূর আলাইহিস সালামের শানে কোন বেআদবী সহ্য করতে পারে ? যদিও বা সেই বেআদব পীর, ওস্তাদ বা বাপ হোক না কেন। যার অন্তরে হুযূর আলাইহিস সালামের মহব্বত সমগ্র জাহান থেকে বেশী, সে ওধরণের বেয়াদবীর বেলায় সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের অবস্থার প্রতি দয়াশীল হোন এবং আল্লাহ পাকের কথা শুনুন। দেখুন, তিনি আপনাদেরকে তাঁর রহমতের প্রতি কিভাবে আহ্বান করতেছেন-

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَآءَهُمْ اَوْاَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٠

(তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচারণকারীদেরকে, হোক না তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা আপনজন। এরা হচ্ছে তারাই যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা সুদৃঢ়

করেছেন ঈমান এবং তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা সাহায্য করেছেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে যাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেথায় স্থায়ীভাবে থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহ ওয়ালা। জেনে রেখো আল্লাহ ওয়ালারাই সফলকাম হবে।)

এ পবিত্র আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ এবং রসূলের শানে অভদ্র আরচরণকারীদের সাথে মুসলমানেরা যেন বন্ধুত্ব না করে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা মুসলমান থাকবে না। এ হুকুমটা সার্বিকভাবে প্রয়োগের জন্য বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে বাপ, বেটা, ভাই, আত্মীয় স্বজন অর্থাৎ আপনাদের যতই আপনজন ও প্রিয় পাত্র হোক না কেন, নবীর শানে বেআদবী করার পর, তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে পারেন না এবং তাদের প্রতি কোনরূপ সম্মান দেখাতে পারেননা, নচেৎ মুসলমান থাকবেন না।

নবী আলাইহিস সালামের শানে বেআদবীকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরণে সাতটি সুফল

ইতোপূর্বে উল্লেখিত আয়াতে বেআদবের সাথে সম্পর্ক বর্জন করার নির্দেশটা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দেখুন, আল্লাহ তাআলা তাঁর বড় বড় নিয়ামতের লোভ দেখিয়ে আপনাদেরকে তাঁর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। তিনি উল্লেখিত আয়াতে ওদের জন্য সাতটি সুফল বর্ণনা করেছেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সম্মানকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং তাঁদের জন্য অন্যদের সাথে সংশ্রব ত্যাগ করেছে। এ সাতটি সুফল হচ্ছে (১) আল্লাহ তাআলা আপনাদের অন্তরে ঈমানকে সুদৃঢ় করেন। এতে ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণের শুভ সংবাদ রয়েছে। কেননা আল্লাহর লিখা ব্যতিক্রম হতে পারে না। (২) আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে রুহুল কুদ্দুছ (জিব্রাঈল) দ্বারা সাহায্য করবেন। (৩) আপনাদেরকে নিয়ে যাবেন চিরস্থায়ী জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। (৪) আপনাদেরকে আল্লাহর দল বা আল্লাহ ওয়ালা বলা হবে। (৫) মুখ হেলানের দ্বারা আপনাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে। এমন কিছু লাভ করবেন, যা আপনারা কল্পনাও করতে পারেননা। (৬) আল্লাহ আপনাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন এবং (৭) আপনারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহর রেজামন্দি থেকে বড় নিয়ামত বান্দার জন্য আর কি হতে পারে? মুসনলমাণ! খোদার শুকর গুজার করুন। কোটি কোটি প্রাণের বিনিময়ে পেলেও এসব নিয়ামত মুফত মনে হবে। তাই নবীদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা

কত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার জন্য আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত নিয়ামত সমূহের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতির বিন্দু-বিসর্গও এদিক সেদিক হয়না। কুরআন করীমের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথমে অনন্য নিয়ামতের শুভ-সংবাদ দিয়ে সৎপথে আনয়নের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু যে সব হতভাগা এসব নিয়ামতের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, তাদেরকে মহাশাস্তির ভয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

এবার সে আজাবের কথা শুনুন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا اٰبَآؤُكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوْا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ٠

(হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, ওদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা ওদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তারা জালিম।)

অন্যত্র আরও ইরশাদ ফরমান ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ (الى قوله تعالىٰ) تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ (الى قوله تعالىٰ) لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٠

(হে ঈমানদারগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করনা...। তোমরা ওদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করতেছ। তোমরা যা গোপন কর ও প্রকাশ কর, তা আমি সম্যক অবগত। তোমদের মধ্যে যে কেউ এরকম করে, সেতো বিচ্যুত হয় সরল পথ থেকে।

তোমাদের আত্মীয়-স্বজন সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবেন। তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ ফরমান ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ٠ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ٠

(তোমাদের মধ্যে কেউ ওদের সাথে বন্ধুত্ব করলে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে। আল্লাহ

জালিমদেরকে হেদায়েত করেন না।)

প্রথম দু'আয়াতে ওদের সাথে বন্ধুত্বকারীদেরকে জালিম ও গোমরাহ বলেছেন। এবং এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, যারা ওদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, তারা ওদের অন্তর্ভূক্ত হবে অর্থাৎ ওদের মত কাফির বিবেচ্য হবে এবং একই রশিতে বাঁধা হবে। আর এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে তোমাদের লুকোচুরি সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক ওয়াকিফহাল।

এবার সেই রশির কথা শুনুন, যেটা দ্বারা রসুলের শানে বেআদবী কারীদের বাঁধা হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ٠

(যারা রাসূলুল্লাহকে কষ্ট দেয়, ওদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।)

আরও ইরশাদ ফরমান ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ٠

(যারা আল্লাহ ও রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেন এবং আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য জিল্লতিপূর্ণ আজাব ঠিক করে রেখেছেন।

আল্লাহ তাআলা পীড়া থেকে পবিত্র। তাঁকে আবার কে পীড়া দিতে পারে। তবে তাঁর হাবীব আলাইহিস সালামের শানে বেআদবীকে তাঁর জন্য পীড়াদায়ক বলেছেন। উপরোক্ত আয়াতসমূহে সে ব্যক্তির জন্য সাতটি পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে, যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবীকারীদের সাথে সম্পর্ক রাখে। এ সাতটি পরিণাম হচ্ছে (১) জালিম (২) গোমরাহ (৩) কাফির (৪) লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি (৫) পরকালে লাঞ্ছিত (৬) সে আল্লাহকে কষ্ট দিয়েছে (৭) তার প্রতি উভয় জাহানে খোদার লানত।

হে মুসলমান! হে মুসলমান! হে জ্বিন-ইনসানের সরদার আলাইহিস সালামের উম্মত! আল্লাহর ওয়াস্তে একবার বিবেচনা করে দেখুন, রসূলের শানে বেআদবীকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের জন্য যে সাতটি ফযীলতের কথা আগে বর্ণিত হয়েছে- অর্থাৎ (১) অন্তরে ঈমানের স্থায়ীত্ব (২) খোদার সাহায্য লাভ। (৩) বেহেশতে স্থান (৪) আল্লাহওয়ালাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্তি (৫) মকসুদ হাসিল (৬) ওর প্রতি খোদা প্রসন্ন এবং (৭) সে খোদার প্রতি সন্তুষ্ট-এ সাতটি কি আপনাদের কাছে পছন্দনীয় নয় ? নাকি বেআদবের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাকারীদের জন্য যে পরিণামের কথা একটু আগে বর্ণিত হয়েছে, তা পছন্দনীয়? কখনই কেউ ব্লাতে

করুন এবং খালেস সাচ্চা নিয়তে মুহাম্মুদুর রসূলুল্লাহ আলাইহে ওয়াসল্লামের অগাধ সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা, যা আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছেন এবং তাঁর মান-সম্মানের উপর ঈমান ও ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, তা অন্তরে বদ্ধমূল করে ইনসাফ ও ঈমানের সাথে বলুন-যদি কেউ বলে-'শয়তানের জ্ঞানের পরিধি সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু ফখরে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর জ্ঞানের পরিধির ব্যাপারে এমন কোন্ সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে?" তাহলে কি সে রসূলে করীমের শানে বেআদবী করলোনা? সে কি অভিশপ্ত ইবলিসের জ্ঞানকে রসূলে করীম আলাইহিস সালামের পবিত্র জ্ঞান থেকে বেশী বলেনি? সে কি রসূলে করীমের জ্ঞানের বিশালতা অস্বীকার করে শয়তানের জ্ঞানের বিশালতার উপর ঈমান আনেনি? মুসলমানগণ! এ কটূক্তিকারীর জ্ঞানকে একবার শয়তানের জ্ঞানের সমতুল্য বলে দেখুন, এতে সে মানহানিকর মনে করে কিনা। অথচ তার জ্ঞানকে শয়তানের জ্ঞান থেকে কম বলা হয় নি বরং শয়তানের জ্ঞানের বরাবরই বলা হয়েছে। তাহলে এবার ভেবে দেখুন, শয়তানের জ্ঞান থেকে কম বলাটা মানহানিকর হলো কিনা। আর যদি সে বাহ্যিকভাবে অবমাননাটাকে ব্যক্ত না করে (যদিওবা সে মনে মনে খুবই ক্রুদ্ধ হয়) তাহলে কোন ভদ্র লোককে এ ধরণের বলে দেখুন। তখন দেখবেন, এর প্রতিক্রিয়া কি হয়। কোর্টে গিয়ে কোন হাকিমকে সম্বোধন করে এধরণের শব্দ ব্যবহার করতে পারবেন কি? নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই মানহানিকর মনে করা হবে। তাহলে রসূলের শানে এ ধরণের মানহানির কর শব্দ ব্যবহার করলে কি কুফরী হবেনা?

যে শয়তারে জ্ঞানের বিস্তৃতিকে সুস্পষ্ট দলীল থেকে প্রমাণিত বলে দাবী করে, হুযূর আলাইহিস সালামের অগাধ জ্ঞানের বিশ্বাসীদেরকে বলে, "ওরা সমস্ত দলীলকে অগ্রাহ্য করে একটি শির্ককে প্রমাণিত করে এবং এটা শির্ক নয় কি ঈমানের অংশ", সে ব্যক্তি কি অভিশাপ্ত শয়তানকে খোদার অংশীদার স্বীকার করেনি? নিশ্চয়ই স্বীকার করেছে। কারণ যে বিষয়টি মখলুকের জন্য প্রমান করা শির্ক, সেটা যার জন্য প্রমাণিত করা হোক না কেন, শির্ক বলে গণ্য হবে। যখন রসুলে করীম আলাইহিস সালামের জ্ঞানের এ বিস্তৃতিকে স্বীকার করাটা শির্কি বলা হলো এবং স্বীকারকারীদের কাফির ও মুশরিক বলা হলো, তাহলে তিনি যে নিজের মুখে শয়তানের জন্য সেই জ্ঞানের বিস্তৃতিকে স্বীকার করলো ও প্রমাণিত বলে দাবী করলো, এতে শয়তানকে সুস্পষ্টভাবে কি খোদার অংশীদার বানালো না?

মুসলমানগণ! এধরণের উক্তি দ্বারা আল্লাহ ও রসূলের কি অবমাননা হলোনা? নিশ্চয়ই হয়েছে। আল্লাহর শানে অবমাননাতো সুস্পষ্ট যে, তাঁর অংশীদার বানানো হয়েছে, তাও

পারে না যে শেষের সাতটি পছন্দনীয়। তবে এটা জেনে রাখা দরকার যে কেবল মৌখিক পছন্দ-অপছন্দ বললে কাজ হবে না। এর জন্য ঈমানের অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখিত একটি আয়াত বর্ণিত আছে-

الٓمٓ اَحَسِبَ النَّاسُ الخ

(মানুষ কি সেই ধোঁকায় আছে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" এতটুকু বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে।)

এখনই ঈমানের অগ্নি পরীক্ষার সময়

এ পার্থিব জীবনটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষে থেকে পরীক্ষা নেয়ার সময়। দেখুন, তিনি বলেছেন- তোমাদের আত্মীয় স্বজন কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবেনা; আমাকে বাদ দিয়ে কার কাছে যাবে? তিনি আরও বলেছেন-আমি অলস নই, অজ্ঞ নই, তোমাদের কার্যাবলী দেখতেছি, তোমাদের কথা শুনতেছি, তোমাদের অন্তরের ধারণা সম্পর্কে অবগত। তাই বেপরোয়া হয়োনা, পাছে পরিণাম ফল বিগড়ে যায়। আল্লাহ ও রসূলের মুকাবিলায় জিদের বশবর্তী হয়ে কাজ কর না। দেখুন তিনি তোমাদেরকে তাঁর কঠিন আজাবের ভয় দেখাচ্ছেন। এ আজাব থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই।দেখুন, তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতের প্রতি আহবান করতেছেন। তাঁর রহমত বিনা কোন সাহারা নেই। আরও লক্ষ্য করুন, অন্যান্য গুণাহের দ্বারা আজাবের ভাগী হয় কিন্তু ঈমান নষ্ট হয় না। আজাব হওয়ার পর বা আল্লার রহমত ও তাঁর হাবীবের শারাফাতের বদৌলতে বিনা আজাবে রেহাই পাবে বা পেতে পারে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মান প্রর্দশনের। তাঁর প্রতি সম্মান ও মহব্বতের উপর ঈমান নির্ভরশীল। ইতোপূর্বে উল্লেখিত কুরআনের আয়াতে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, যে এ ব্যাপারে অবহেলা করবে, তাঁর জন্য উভয় জাহানে খোদার লানত। এবার ভেবে দেখুন, যখন ঈমান নষ্ট হয়ে যায়,তখন চিরদিনের আজাব থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় থাকেনা। রসূলের শানে বেআদবীকারীদের তুমি এখানে কিছু সাহায্য সহযোগীতা করলেও কিন্তু সে ওখানে নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে, তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবেনা আর আসলেও কিছু করতে পারবেনা।তাই এ ধরণের লোকের খাতির তওয়াজ করে নিজেকে চিরদিনের জন্য খোদার গজব ও দোযখের আগুণে নিক্ষেপ করাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? আল্লাহর ওয়াস্তে কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহ ও রাসূল ব্যতীত অন্যান্য সবকিছুর ধারণা ত্যাগ করে চোখ বন্ধ করুন এবং মস্তক অবনত করতঃ নিজেকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উপস্থিত মনে

আবার অভিশপ্ত শয়তানকে। রসূলের উর্ধে স্থান দিয়েছে এবং যে জ্ঞান শয়তানের জন্য প্রমাণ করেছে, তা রসূলের জন্য প্রমাণ করাটা শির্ক বলেছে। এবার বলুন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শানে অবমাননাকারী কাফির কিনা? নিশ্চয়ই কাফির। আর যে বলে ''হুযুরের গায়বে ইলম বলতে যদি কতেক গায়বী ইলমকে বোঝানো হয়, তাহলে এতে হুযুরের বিশেষত্ব কি? এ রকম গায়বী ইলমতো যায়েদ,আমর বরং প্রতিটি ছেলে, পাগল এমনকি চতুস্পদ জন্তুসমূহের ও রয়েছে।(হিফজুল ঈমান), সে কি বলেনি যে, রসূলে করীম আলাইহিস সালামকে অতটুকুই গায়বী ইলম দান করেছেন, যতটুকু চতস্পদ জন্তু ও পাগলের রয়েছে ?

ওহে মুসলমান! ওহে নবীজীর উম্মত! এ গালির ব্যাপারে আপনাদের কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? যদি এতে কোন সন্দেহ পোষন করেন, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, আপনাদের অন্তরে রসূলে খোদা আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মানবোধ বলতে কিছুই নেই, যার জন্য এ রকম কঠিন গালিকেও অবমাননাকর মনে করছেন না। যদিওবা এটা আপনাদের গায়ে লাগতেছে না,ওদেরকে একবার বলে দেখুন, ওহে অমুখ, তোমার অতটুকু জ্ঞান আছে, যতটুকু শূকরের আছে, তোমার উস্তাদের অতটুকু জ্ঞান ছিল, যতটুকু কুকুরের রয়েছে আর তোমার পীরের অতটুকু জ্ঞান ছিল, যতটুকু গাধার আছে। এতে সে নিশ্চয়ই অবমাননা মনে করবে এবং সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নেবে। তাহলে কি রসূলের মান-সম্মান এদের থেকেও কম? একই শব্দ ওদের বেলায় প্রয়োগ করলে মানহানিকর হয় আর রাসুলের শানে প্রয়োগ করলে বুঝি অবমাননাকর হয় না? আফসোস রাসূলের মান-সম্মানকে কতই নগণ্য মনে করা হচ্ছে। এরই নাম কি ঈমান? যে বলে, ''প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এমন কোন একটি বিষয়ের জ্ঞান থাকে, যা অন্যজনের অজানা, তাহলেতো সবাইকে অদৃশ্য জ্ঞানী বলা যায়। এটাকে এককভাবে নবুয়াতের বৈশিষ্ট্য কিভাবে বলা যেতে পারে? যে বিষয়ে মুমিনদের এমনকি মানুষের বিশেষত্ব নেই, সেটা নবূয়াতের বৈশিষ্ট্য কিভাবে হতে পারে? আর তা যদি স্বীকার করা না হয়, তখন নবী ও গায়র নবীর পার্থক্যের কারণ বর্ণনা করা প্রয়োজন। সে কি নবীকে গালি দিল না? রসূলে করীম, চতুস্পদজন্তু ও পাগলের মধ্যে পার্থক্য মনে না করাটা কি গালি নয়? সে কি আল্লাহ পাকের নিম্ন [illegible] আয়াতগুলোকে অস্বীকার করলো না?

আল্লাহ তা আ'লা ইরশাদ ফরমান ঃ

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

(ওহে নবী, আল্লাহ তোমাকে শিখিয়েছে, যা তুমি জানতো না। তোমার উপর আল্লাহর

বড় মেহেরবানী)
এখানে আল্লাহ তাআলা না জানা বিষয়সমসূহের জ্ঞানকে তাঁর হাবীবের কামালিয়াত ও প্রশংসা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
অন্যত্র ইরশাদ ফরমানঃ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ (নিশ্চয়ই হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) আমার প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানী)
আর এক জায়গায় ইরশাদ ফরমানঃ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
(ফিরিশতাগণ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।)
আর ও ইরশাদ ফরমানঃ

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

(আমি হযরত খিজির আলাইহিস সালামকে নিজের থেকে একটি জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি।)
উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা জ্ঞানকে নবীদের কামালিয়াত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অথচ সেই কটুক্তিকারীর বর্ণনায় আল্লাহ কালামকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। যদি উপরোক্ত উক্তিতে যায়েদের স্থলে আল্লাহ নাম নেয়া হয় এবং ইলমে গায়েবের জায়গায় সাধারণ জ্ঞান বলা হয়, তাহলে ইবারতটা দাঁড়ায় নিম্মরূপঃ
''নবী করীম আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য আম্বিয়া কিরামের পবিত্র সত্ত্বার উপর জ্ঞানের বিশেষণ প্রয়োগ করাটা যদি আল্লাহর কথামত শুদ্ধ হয়, তাহলে এ বিষয়টা জানা দরকার যে এ জ্ঞান বলতে কি কতেক জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে, নাকি পূর্ণ জ্ঞানকে ।যদি কতেক জ্ঞানকে বোঝানো হয়,তাহলে এতে হুযুর ও অন্যান্য নবীদের কি বিশেষত্ব রয়েছে, এরকম জ্ঞানতো, যায়েদ,অমর এবং প্রতিটি শিশু ও পাগল এমনকি সমস্ত প্রানী ও চতুস্পদ জন্তুর রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এমন কোন একটি না একটি বিষয়ে জ্ঞান থাকে, যা অন্যজনের অজানা। তাহলেতো সবাইকে জ্ঞানী বলা যায়। যদি আল্লাহ তাআলা মেনে নেয়- হ্যাঁ আমি সবাইকে জ্ঞানী বলি, তাহলে এ জ্ঞানকে এককভাবে নবীদের কামালিয়াত কিভাবে বলা যায়? যে বিষয় মুমিন এমনকি মানুষের বিশেষত্ব নেই, সেটা কামালাতে নবূয়াত কি করে হতে পারে? আর যদি মেনে নেয়া না হয়, তাহলে নবী ও গায়র-নবীর মধ্যে পার্থক্যের কারণ বর্ণনা করা প্রয়োজন। যদি সমস্ত জ্ঞানকে বোঝানো হয় অর্থাৎ কোন বিষয়ই জ্ঞানের বহির্ভূত নয় বলে মনে করা হয়,তাহলে এটা বাতিল বলে নকলী ও আকলী দলিল দ্বারা প্রমানিত।'' সুতরাং ওর এ যুক্তিদ্বারা আল্লাহ তাআলার উপরোক্ত আয়াতসমূহ বাতিল প্রমাণিত হলো। লক্ষ্য করুন, এ কটুক্তিকারী কেবল নবীজীকে গালি দেয়নি, বরং আল্লাহ তাআলার কালামসমূকেও বাতিল সাব্যস্থ করেছে।
মুসলমানগণ! যার সাহস এতটুকু হয়েছে যে রসূলে খোদার গায়বী ইলমকে পাগল ও

চতুস্পদ জন্তুর জ্ঞানের সাথে তুলনা করেছে এবং যে ঈমান, ইসলাম, মানবতা ইত্যাদি থেকে চোখ বন্ধ করে পরিস্কার বলতে পারে যে নবী ও চতুস্পদজন্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ যে আল্লাহর কালামকে অগ্রাহ্য করে পদদলিত করতে পারে, তার জন্য রসূলকে গালি দেয়া বড় কিছু নয়। তবে ওকে জিজ্ঞাসা করা দরকার, তার এ বক্তব্য স্বয়ং তার বেলায় ও তার উস্তাদের বেলায় প্রয়োগ হয় কিনা।যদি না বলে তাহলে কেন, আর যদি হ্যাঁ বলে, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে-আপনারা যেসব বক্তব্য হুযূরের শানে রেখেছেন, তা আপনাদের বেলায় প্রয়োগ করার অনুমতি দিবেন কি? আপনাদেরকে আলিম,ফাজিল, মোল্লা, মৌলানা কেন বলা হয়? চতুস্পদ জন্তু যেমন কুকুর,শূকরকে এসব শব্দদ্বারা কেন সম্বোধন করা হয় না? এসব মর্যাদার জন্য আপনাদেরকে কেন ইজ্জত সম্মান করা হয় এবং হাত-পায়ে চুমু দেয়া হয়? কই,গরু-গাধাকে কেউতো এভাবে সম্মান করে না। এর কারণ কি? পূর্ণ জ্ঞানতো আপনাদেরও নেই আর আংশিক জ্ঞানে আপনাদেরই বা কি বিশেষত্ব রয়েছে। এরকম জ্ঞান পেঁচা, গাধা,কুকুর শুকুর ইত্যাদির রয়েছে। তাহলেতো আপনাদের মত ওদেরকেও আলিম,ফাজিল,মোল্লা-মৌলভী বলা যেতে পারে।যদি আপনারা স্বীকার করেন, হ্যাঁ বলা যেতে পারে, তাহলে জ্ঞানকে আপনাদের কামালিয়াত হিসেবে কেন গণ্য করা হয়? এক্ষেত্রে তো মুমিন এমননি মানুষের কোন বিশেষত্ব নেই, গাধা গরু,কুকুর-শূকর সবার জ্ঞান রয়েছে। আর যদি স্বীকার না করেন, তাহলে আপনাদের বক্তব্য অনুসারে আপনাদের ও গাধা, কুকুর ও শূকুরের মধ্যে পার্থক্যের কারণ বর্ণনা করা প্রয়োজন।

মুসলমানগণ! এতটুকু জিজ্ঞাসা করলেই পরিস্কার বোঝা যাবে যে এসব কটুক্তিকারীরা মুহাম্মদ রসুলল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে কী ধরণের জঘণ্য গালি দিয়েছে এবং আল্লাহর কালামকে কিভাবে রদ ও বাতিল করেছে। মুসলমানগণ,ওসব কটুক্তিকারীদের এবং সমর্থকদের জিজ্ঞাসা করুন, তাদের স্বীকারোক্তি অনূযায়ী নিম্মবর্ণিত কালামে পাকের আয়াত সমূহ তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমানঃ

وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ (صلے ز) لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ ۔ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۔ اُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ ۔

(আমিতো বহু জ্বিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের ঐ ধরণের হৃদয়

আছে, যদ্বারা হক উপলব্ধি করেনা, তাদের চক্ষু আছে যদ্ধারা সঠিক পথ দেখেনা এবং তাদের কর্ণ আছে, যদ্ধারা হক কথা শুনেনা।তারা হচ্ছে পশুর মত বরং এর থেকেও অধম। তারা অলসতায় নিমজ্জিত।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ ফরমান -

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰهُ أَفَأَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۰ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ أَوْ يَعْقِلُوْنَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيْلًا ۰

(তুমি কি দেখনি তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে? তবু ও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে? তুমি কি মনে কর যে, ওদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? ওরাতো পশুর মত বরং এর চেয়েও অধম)

ওসব কটুক্তিকারীরা চতুস্পদ জন্তর জ্ঞানকে নবীদের জ্ঞানের সমতূল্য মনে করেছে। এখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন- তোমাদের জ্ঞান কি নবীদের বা স্বয়ং সায়্যিদুল আম্বিয়া আলাইহিস সালামের জ্ঞানের সমতুল্য? বাহ্যতঃ তারা এ দাবী করবে না। আর যদি করেই থাকে অথার্ৎ চতুস্পদ জন্তর বরাবর যেখানে বলতে পেরেছে, সেখানে দু'পা বিশিষ্ট ব্যক্তির বরাবর বলতে অসুবিধা নেই, তাহলে এটা জিজ্ঞাসা করুন যে তোমাদের উস্তাদ বা পীরদের মধ্যে এমন কেউ ছিল,যে তোমাদের থেকে বেশী জ্ঞানী ছিল বা সবাই একই বরাবর ছিল? নিশ্চয়ই বেশী জ্ঞানী বলবে। তাহলে মেনে নিতে হয় যে তাদের কথামত তাদের উস্তাদ ও অন্যান্যগণ জ্ঞানের দিক দিয়ে চতুস্পদ জন্তর সমতূল্য। আর তারা যেহেতু সাগরীদ হিসেবে কমজ্ঞানী, সেহেতু তারা তাদের আক্বীদা মোতাবেক চতুস্পদ জন্তর থেকেও অধম। উপরোক্ত আয়াতের বক্তব্যটাও তা-ই ছিল।

মুসলমানগণ! এ-তো গেল ওই সমস্ত উক্তিসমূহ যেগুলোতে আম্বিয়া কিরাম বিশেষ করে হুযূর পুর নুর আলাইহিস সালামের শানে বেআদবী করা হয়েছে। এবার ওই সমস্ত ইবারতসমূহ দেখুন,যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তাআলার ইজ্জতের প্রতি আঘাত করা হয়েছে।যেমন বলা হয়েছে-'আমি কখন বললাম যে আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেনা- অর্থাৎ সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ কার্যতঃ মিথ্যুক, মিথ্যা বলে। এর সমর্থনে বলা হয়েছে, "এ ধরণের ফতোয়া দানকারী যদিওবা আয়াতের তাবিল করতে গিয়ে ভূল করেছে, তবুও আমাদের পক্ষে ওকে কাফির,বিদআতী বা গোমরাহ বলা অনুচিৎ।" আরও বলা হয়েছে" ওর বেলায় কঠোর ভাষা ব্যবহার ঠিক নয়।" এ-ও বলা হয়েছে 'এর ফলে পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের প্রতি কুফরী আরোপ করাটা বাধ্য হয়ে পড়ে"অথচ হানাফী- শাফেয়ীর নিন্দা ও দোষারোপ করা যায় না। অর্থাৎ আল্লাহকে মিথ্যুক বলাটা

পূর্ববর্তী অনেক উলামায়ে কিরামের আকীদা ছিল। এ মতভেদ হানাফী-শাফেয়ী মতভেদের মত। কেউ (নামাযের সময়) নাভীর উপরে হাত রাখে এবং কেউ নাভীর নীচে হাত রাখে।ওটাকে এরকম মনে করুন। অর্থাৎ কেউ খোদাকে সত্যবাদী বলেছেন,কেউ মিথ্যাবাদী বলেছেন।সুতরাং এরকম প্রবক্তার নিন্দা ও ঘৃনা করার থেকে বিরত থাকা উচিত।' অর্থাৎ যে আল্লাহকে মিথ্যুক বলে, ওকে গোমরাহ কেন, এমনকি গুনাহগার পর্যন্ত বলো না।এতো গেল আল্লাহকে মিথ্যুক আখ্যায়িতকারী সম্পর্কে অভিমত। এবার নিজের থেকে উপরোক্ত অভিমত সমর্থন করে বলে-'মিথ্যার উপর প্রয়োগহীন ক্ষমতা রাখাটা হচ্ছে সর্বসম্মত বিষয়।' দেখুন, পরিস্কার বলে দিয়েছে যে মিথ্যা প্রকাশ পাবার অভিমতটা সঠিক অর্থাৎ-আল্লাহ থেকে মিথ্যা প্রকাশ পায়। এধরণের মনোভাব পোষণকারী কি মুসলমান থাকতে পারে? এধরণের ব্যক্তিকে যে মুসলমান মনে করে, সেও কি নিজে মুসলমান থাকতে পারে?

মুসলমানগণ! আল্লাহকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করার নাম ঈমান। সত্যবাদিতার বিপরীত হচ্ছে মিথ্যাবাদিতা। তাই খোদাকে সুস্পষ্টভাবে মিথ্যুক বলার পরও যদি ঈমান বাকী থাকে, তাহলে আল্লাহ্ই জানে,ঈমান কোন জানোয়ারের নাম। মজুসী, হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান কেন কাফির হলো, বুঝতে পারলামনা । ওদের মধ্যে কেউতো আল্লাহকে মিথ্যুকও বলেনি, কেবল আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করেছে। তবে পৃথিবীর বুকে এমন কোন কট্টর কাফিরও পাওয়া যাবে না, যে খোদাকে খোদা বলে স্বীকার করে, তাঁর কালামকে কালামুল্লাহ বলে মনে করে এবং এর পর হঠাৎ বলে যে আল্লাহ মিথ্যা বলে।মোট কথা হলো ওসব কটুক্তিকারীরা যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে গাল ভরে গালি দিয়েছে, এব্যাপারে কোন সুবিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির মনে কোন প্রকারের সন্দেহ থাকতে পারেনা। এটাই হচ্ছে খোদায়ী পরীক্ষার সময়। তাই আল্লাহকে ভয় করুন এবং ইতোপূর্বে উল্লেখিত আয়াত সমূহ স্মরণ রেখে আমল করুন। তখন দেখবেন, আপনাদের ঈমান আপনাদের অন্তর সমূহে সমস্ত কটুক্তকারীদের প্রতি ঘৃণায় সৃষ্টি করবে এবং কখনও আল্লাহ তাঁর রসূলের মোকাবেলায় ওদের সহায়ক হতে দেবেন না। ওদের প্রতি আপনাদের অনীহা জাগবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শানে গালিগালাজের সাফাই গাওয়ার কোন মনোভাব সৃষ্টি হবেনা। যদি কেউ আপনাদের মা-বাপ উস্তাদ বা পীরকে গালি দেয়, তাও আবার মৌখিক নয়, লিখিতভাবে প্রকাশ করে, তাহলে কি আপনারা ওদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখবে? নাকি ওদের কথার কোন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করবেন? বা ওদের এসব কথার প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে যথারীতি সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন? কখনই নয়, যদি মানবিক

আত্মমর্যাদাবোধ ও চেতনা বলতে কিছু থাকে এবং মাতা-পিতার মান-সম্মানের প্রতি কিঞ্চিত পরিমাণও যদি শ্রদ্ধাবোধ থাকে, তাহলে সেই কটুক্তিকারীকে নিশ্চয়ই ঘৃণা করবে, ওর সাথে সংশ্রব ত্যাগ করবে, ওর নাম শুনলে ঘৃণাভরে থুথু নিক্ষেপ করবে এবং যে ওর পক্ষে সাফাই গাইবে, তাকে শত্রু মনে করবে। কিন্তু মা-বাপের মান-সম্মানের তুলনায় অদ্বিতীয় আল্লাহ ও তাঁর হাবীবের মান ইজ্জত অনেক উর্ধ্বে। সত্যিকার মুসলমান আল্লাহ ও তাঁর রসুলের মান-ইজ্জতের সামনে মা বাপের মহব্বত ও মান-সম্মানকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ওইসব কটুক্তিকারীদের সাথে সংশ্রব ঘৃণাভরে ত্যাগ করবে । এ ধরণের লোকদের জন্যই রয়েছে সাতটি নিয়ামতের শুভ -সংবাদ, যা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

মুসলমানগণ! এ অধম মনে করে যে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার উল্লেখিত আয়াত ও সুস্পষ্ট বর্ণনার পর নতুনভাবে আর কিছু বলার প্রয়োজন রাখে না। আপনাদের ঈমানই ওইসব কটুক্তিকারীদের প্রতি সেই পবিত্র বাণী উচ্চারণ করবে। তবুও আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে শিখানোর জন্য কুরআনে পাকে হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কউমের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ ফরমান ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ج اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ (الى قوله تعالىٰ) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ·

(তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা।তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো চিরদিনের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আন।...... তোমরা যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে

উত্তম আদর্শ। ওদের মধ্যে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে, সে জেনে রাখুক যে আল্লাহতো অভাবমুক্ত প্রশংসার পাত্র।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলতেছেন 'যেভাবে আমার খলীল ও তার সাথীরা আমার জন্য স্বীয় সম্প্রদায়ের শত্রু হয়ে গিয়েছিল এবং ওদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিল-'আমাদের সাথে তোমাদেরও কোন সম্পর্ক নেই, আমরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। তোমাদের অনুরূপ করা উচিত। এটা তোমাদের মঙ্গলের জন্য বলা হচ্ছে। মানলেতো তোমাদেরই মঙ্গল আর না মানলে আমার কোন ক্ষতি নেই। আমি তোমাদের পরওয়া করিনা। যেভাবে ওরা আমার শত্রু হয়েছে, তোমরাও হতে পার। আমিতো অভাবমুক্ত এবং সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসীত। এতো হচ্ছে কুরআন শরীফের আহকাম। আল্লাহ তাআলা যার প্রতি সুপ্রসন্ন, তাকে ওগুলো মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করবেন। তবে এখানে দু'টি ফেরকা আছে,যারা এসব আহকামের ব্যাপারে অজুহাত পেশ করে।

প্রথম ফেরকা হচ্ছে-জ্ঞানহীন মূর্খ ঃ

ওদের অজুহাত দু'ধরণের- এক,অমুকতো আমাদের উস্তাদ বা বুযর্গ বা বন্ধু। এ ধরণের অজুহাতের উত্তর আপনারা কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতে শুনেছেন যে, আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে তাঁর গজব থেকে বাচঁতে চাইলে,এক্ষেত্রে বাপেরও রেয়ায়েত করো না। দুই, কটুক্তিকারী ব্যক্তি ও তো আলিম। তাই একজন আলিমকে কিভাবে কাফির বলা যায় বা দোষারোপ করা যায়? এর জবাব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দিয়েছেনঃ

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۔

তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ স্ব-জ্ঞানে ওকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয়ের উপর সীল করে দিয়েছেন এবং তারঁ চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ ভিন্ন কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা? আরও ইরশাদ ফরমানঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۔ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

যাদের উপর তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল, তারা তা বহন করেনি, তাদের

দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভের মত। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়েত করেন না।
আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ ফরমানঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِىْ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۰ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۰ سَآءَ مَثَلًانِ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىْ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۰

(তাদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও,যাকে আমি দিয়েছিলাম আমার নিদর্শনসমূহের জ্ঞান । সে ওগুলোকে ত্যাগ করে । তখন শয়তান তার পিছু নেয় আর সে বিপদগামীদের অন্তভূর্ক্ত হয়। আমি ইচ্ছা করলে তাকে সে জ্ঞানের বদৌলতে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়, তুমি ওকে হামলা করলে, সে জিহবা বের করে হাঁপায়। যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের অবস্থাও অনুরূপ। তুমি আমার এ বৃত্তান্ত বিবৃত কর, যাতে তারা চিন্তা করে। যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তাদের অবস্থা কত মন্দ। আল্লাহ যাকে হেদায়েত করেন,সে হেদায়েত প্রাপ্ত হয় এবং যাদেরকে বিপথগামী করেন, তারা ক্ষতিগ্রস্ত)

এ আয়াতসমূহ থেকে প্রতিভাত হলো যে হিদায়েত জ্ঞানের উপর নয়, খোদার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আর এমন অনেক হাদীছ রয়েছে,যে গুলোতে বিপদগামী আলিমদের নিন্দা করা হয়েছে। এমনকি একটি হাদীছে এতটুকু পর্যন্ত উল্লেখিত আছে যে দোযখের ফিরিশ্তাগণ মূর্তি পূজারীদের ধরার আগে ওদেরকে পাকড়াও করবে। তাদেরকে মূর্তি পূজারীদেরও আগে কেন পাকড়াও করা হবে,জিজ্ঞাসিত হলে, উত্তরে বলবে-

لَيْسَ مَنْ يَعْلَمُ كَمَنْ لَا يَعْلَمُ - (জ্ঞানী-অজ্ঞানী এক বরাবর নয়)

ভাইসব! একজন আলেমকে সম্মান করার কারণ হলো-তিনি নবীর উত্তরাধিকারী আর সঠিক উত্তরাধিকারী হলেন তিনি, যিনি সৎপথের উপর অটল আছে। কিন্তু যখন কেউ গোমরাহ্ হয়ে যায়, তখন সে আর নবীর উত্তরাধিকারী রইলো না; তখন সে হয়ে যায় শয়তানের উত্তরাধিকারী। আর তখন তার সম্মান করা মানে শয়তানকে সম্মান করা। যেমন বদমায হাবের আলেমগণ কুফরী থেকে আরও জঘন্য গোমরাহে নিমজ্জিত। তাদেরকে আলেমে দ্বীন মনে করাটাও কুফরী আর সম্মান করার তো প্রশ্নই উঠেনা। ইল্ম তখনই ফলদায়ক হয়, যখন দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। দ্বীন থেকে সম্পর্কচ্যুত ইলমের কোন মূল্য নেই। পন্ডিত-পাদরীরা কি জ্ঞানী নয় ? ইবলীস কত বড়ই না আলেম ছিল। সে মোয়াল্লেমুল মলেকুত অর্থাৎ ফিরিশতাদের প্রশিক্ষক ছিল। তাই বলে কি মুসলমানেরা তাকে সম্মান করবে? কখনইনা। যখন থেকে সে হুযূর আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মান থেকে মুখ ফিরালো এবং হযরত আদম (আঃ) এর ললাটে রক্ষিত হযুরের নুরকে সিজদা করলো না, তখন থেকে ফিরিশতাগণ তার গলায় চিরস্থায়ী লানতের শৃঙ্খল পরিয়ে দিলেন। এবার দেখুন, ওর শাগরীদরা ওর সাথে কি ধরণের আচরণ করলেন, সবসময় ওর প্রতি লানত দিচ্ছেন, প্রতি রমাযান মাসে ওকে আপাদমস্তক শৃঙ্খলবেষ্টিত করেন এবং কিয়ামত দিবসে টেনে টেনে দোযখে নিয়ে যাবেন। এ বর্ণনা সে সব মুসলমান দাবীদারদের জন্য, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল থেকে উস্তাদকে বেশী গুরুত্ব দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল অপেক্ষা ভাই, বন্ধু বা দুনিয়ার কাউকে বেশী মহব্বত করে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সঠিক ঈমান দান করুন এবং আপনার হাবীবের যথাযথ সম্মান করার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় ফেরকা হচ্ছে ঃ সুচতুর দ্বীনের শত্রুগণ। তারা নিজেরা ধর্মের প্রয়োজনীয় বিষয়কে অস্বীকার করে এবং সুস্পষ্ট কুফরী করে, তা ধামাচাপা দেয়ার জন্য ইসলাম, কুরআন, রসুল ও ঈমান নিয়ে পরিহাস করে এবং শয়তানের মত ও ধরণের যুক্তি খাড়া করে, যাতে ধর্মীয় প্রয়োজনীয় বিষয়াদি থেকে আস্থা উঠে যায় এবং কেবল তোতা পাখীর মত মুখে কলেমা পাঠ করাকেই ইসলাম বুঝে। ওদের মতে, কলেমা পাঠ করুন, এরপর ইচ্ছা করলে খোদাকে মিথ্যুক বলুন বা রসূলকে বড় বড় গালি দিন, এতে ইসলাম যাবে না। بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ - এরা হচ্ছে মুসলমানের দুশমন ও ইসলামের শত্রু। এরা সাধারণ লোককে বিপথগামী করার জন্য ও আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করার মানসে কয়েকটি শয়তানী ধোঁকা উপস্থাপন করে থাকে। যথা -

প্রথম ধোঁকা ঃ

কলেমা পাঠ করার নামই ইসলাম। হাদীছ শরীফে আছে ঃ
مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - (যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলেছে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।)

তাই কোন কথা বা কাজের কারণে কিভাবে কাফির হতে পারে?

মুসলমানগণ! একটু হুশিঁয়ার, সাবধান! এ ধোঁকার সার কথা হচ্ছে, মুখে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা মানে যেন খোদার বেটা হয়ে যাওয়া। মানুষের সন্তান যদি বাপকে গালি দেয়, জুতা মারে বা অন্যকিছু করে, এতে ওর সন্তান সন্তানই থাকে। তদ্রুপ যে লা-ইলাহা ইল্লল্লাহু বলবে, সে চাহে আল্লাহকে মিথ্যুক বলুক, চাহে নবীকে বড় বড় গালি দিক, এতে ওর ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। এ ধোঁকার একটি উত্তরতো সেই পবিত্র আয়াতে اَلٓمّٓ اَحَسِبَ النَّاسُ - রয়েছে, যা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে 'মানুষ কি সেই ধোঁকায় আছে যে 'আমরা ঈমান এনেছি'- এতটুকু বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে ?) ইসলাম যদি সত্যিই কলেমা পাঠের নাম হয়, তাহলে এ আয়াতের কি অর্থ হতে পারে ?

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ ফরমান ঃ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ -

(এ আনাড়ি লোকেরা বলে 'আমরা ঈমান এনেছি।' তুমি বলে দাও 'তোমরা ঈমান আননি বরং তোমরা বল 'আমরা ইসলামের অনুগত হয়েছি। ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।)

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ ফরমান ঃ

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۔

(মুনাফিকগণ যখন তোমার নিকট আসে, তখন তারা বলে 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসুল।' এবং আল্লাহ ভালমতে জানেন যে আপনি নিশ্চয়ই তাঁর রসুল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে এ মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী)।

দেখুন, কলেমা পাঠের কেমন জোরালো বক্তব্য ও বলিষ্ট শপথের পর মুসলিম বলে গণ্য হলো না এবং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা ওদেরকে মিথ্যুক বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাহলে مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - এর উপরোক্ত ভাবার্থ গ্রহণ

করাটা মানে সুস্পষ্ট কুরআনকে রদ করা। তবে হ্যাঁ, যে কলেমা পাঠ করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে, আমরা ওকে মুসলমানই মনে করবো, যতক্ষণ না ওর থেকে কোন কথা, কোন আচরণ বা কোন কাজ ইসলাম বিরোধী প্রকাশ পায়। ইসলাম বিরোধী কোন কিছু প্রকাশ পাবার পর 'কলেমা' কোন কাজে আসবে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান ঃ

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَاقَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ

(ওরা খোদার কসম করে বলে যে, ওরা নবীর শানে বেআদবী করেনি। নিশ্চয়ই কুফরী বাক্য বলেছে। ওরা ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হয়ে গেছে।)

হযরত ইবনে জরির তাবরানী, আবুশ শাইখ ও ইবনে মরদায়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন-একদা হুযূর আলাইহিস সালাম এক বৃক্ষের ছায়ায় তাশরীফ রাখলেন এবং ইরশাদ ফরমালেন-শীঘ্রই একজন লোক আসবে, সে তোমাদেরকে শয়তানী চোখে দেখবে। তোমরা তখন তার সাথে কথা বলোনা। বেশী দেরী হলোনা, একজন কটা চক্ষুধারী লোক সামনে দিয়ে গেল। হুযূর আলাইহিসসালাম ওকে ডেকে বললেন-তুমি ও তোমার সাথীরা কি কারণে আমার শানে ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলে? সে গিয়ে তার সাথীদেরকে ডেকে আনলো। সবাই এসে কসম করে বললো-আমরা হুযূরের শানে বেআদবী সূচক কোন কথা বলিনি। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করলেন। দেখুন, আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে নবীর শানে বেআদবীমূলক শব্দ প্রয়োগ কুফরী। এ রকম শব্দ প্রয়োগকারী শত মুসলমানীর দাবী করলে আর কালেমা পড়লেও কাফির হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ ফরমান ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ۰ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ۰

(তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করলে, ওরা নিশ্চয়ই বলবে আমরাতো এমনি হাসি খুশী ও ক্রীড়া কৌতুক করছিলাম।' বল, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রসুলকে বিদ্রূপ করতে ছিলেনা ? সাফাই গেয়োনা, তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছ।

হযরত ইবনে আবি শায়বা, ইবনে জরির, ইবনুল মনযর, ইবনে আবি হাতিম ও আবুশ শাইখ ইমামুল মুজাহিদ ও বিশিষ্ট সাহাবী সায়্যিদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে রেওয়ায়েত করেন-

إِنَّهُ قَالَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنٰفِقِيْنَ يُحَدِّثُنَا مُحَمَّدٌ اَنَّ نَاقَةَ فُلَانٍ بِوَادِىْ كَذَا وَّمَا يُدْرِيْهِ بِالْغَيْبِ ۰

অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তির উষ্ট্রী হারিয়ে গিয়েছিল এবং সে তালাস করতেছিল। হুযুর আলাইহিস সালাম ওকে বললেন- উষ্ট্রীটি অমুক জঙ্গলের অমুক স্থানে আছে। এ কথার পরিপেক্ষিতে জনৈক মুনাফিক বলেছিল মুহাম্মদ কি করে বলতেছে যে উষ্ট্রী অমুক জায়গায় আছে। তিনি গায়ব কি বা জানে। এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত পবিত্র আয়াত নাযিল করেন। এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে হলে তাফসীরে ইবনে জরির (১০ম খন্ড ১০৫ পৃষ্ঠা) ও তাফসীরে দূর্রে মানছুর (৩য় খন্ড ২৫৪ পৃষ্ঠা) দেখুন।

মুসলমানগণ! অনুধাবন করুন, মুহাম্মদ (আলাইহিস সালাম) কিবা গায়েব জানে-শুধু এতটুকু বলার ফলে কালেমা পাঠ কোন কাজে আসলো না এবং আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন 'সাফাই গাইতে হবে না, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার কাফির হয়ে গেছ।'

হুযুর আলাইহিস সালামের ইলমে গায়েবকে যারা অস্বীকার করে, এ আলোচনা থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। দেখুন 'মুহাম্মদ (আলাইহিস সালাম) গায়েব কিবা জানে'- এ উক্তিটি হচ্ছে মুনাফিকের। আল্লাহ তাআলা এ ধরণের উক্তিকারীকে আল্লাহ, কুরআন ও রসূলের সাথে ঠাট্টাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং পরিস্কারভাবে কাফির ও মুরতাদ বরে চিহ্নিত করেছেন। করবেইনা বা কেন? গায়বী বিষয় জানাটা হচ্ছে শানে নবুয়াত। এ বিষয়ে ইমাম গাজ্জালী, ইমাম আহমদ কসতলানি, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা মুহাম্মদ যুরকানী প্রমূখ বিষদ ব্যাখ্যা দান করেছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ ইলমে গায়ব সম্পর্কিত আমার পুস্তিকাসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন জঘন্যতর গোমরাহও রয়েছে, যারা আল্লাহর তরফ থেকে বলে দেয়ার পরও গায়বের একটি শব্দও নবীর পক্ষে জানাটা অবাস্তব ও অসম্ভব মনে করে। তাদের মতে আল্লাহর পক্ষে এটা অসম্ভব এবং আল্লাহ তাআলার এতটুকুও শক্তি নেই যে কাউকে কোন গায়বী ইলম দান করতে পারে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এসব শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করুন। অবশ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অবহিতকরণ ব্যতিত কারো কাছে এক কণা পরিমাণ জ্ঞান আছে বলে মনে করাটা নিশ্চয়ই কুফরী এবং খোদার সমস্ত জ্ঞান সম্পর্কে সৃষ্টিকুলের কারো পক্ষে জ্ঞাত হওয়াটাও অবান্তর এবং অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতের বিপরীত। তবে সৃষ্টির উষাকাল থেকে শেষ দিবস

পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে এ জ্ঞানটা আল্লাহ তাআলার অসীম জ্ঞান ভান্ডারের এক কণার লক্ষ কোটির এক ভাগেরও সমতুল্য নয় বরং এটা হুযূর আলাইহিস সালামের জ্ঞান ভান্ডারের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 'দাউলাতুল মক্কীয়া'' গ্রন্থে করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক কিছু বলে ফেললাম। এবার আসল আলোচনায় ফিরে যাই, সেই বাতিল ফেরকার ধোঁকা।

দ্বিতীয় ধোঁকাঃ

ইমাম আযম (রাঃ) এর অভিমত হলো -

لَانُكَفِّرُ اَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ

(কিবলার বিশ্বাসী কাউকে আমরা কাফির বলিনা) এবং হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, যিনি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবেহকৃত পশু পাখী খায়, সে মুসলমান।

মুসলমাণ! এ দ্বিতীয় ধোঁকায় ওরা কলেমা পাঠের কথা বাদ দিয়ে কিবলা মুখী হওয়াকে ঈমান বলেছে। অর্থাৎ যিনি কিবলামুখী হয়ে নামায পড়বে, তিনি মুসলমান, যদিও সে আল্লাহকে মিথ্যুক বলে এবং হুযূর আলাইহিস সালামের শানে গালি দেয়, কোন অবস্থাতেই ওর ঈমানের হেরফের হবে না।

সর্বপ্রথম এ ধোঁকার জবাব আল্লাহর তরফ থেকে শুনুন। তিনি ইরশাদ করেন-

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۰

পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতে কোন নেকী নেই, বরং আসল নেকী হচ্ছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, কুরআন এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনাতে।

দেখুন, উপরোক্ত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের উপর ঈমান আনাটাই হচ্ছে আসল কাজ। এগুলোকে বাদ দিয়ে কেবল নামাযের মধ্যে কিবলা মুখী হলে কোন কাজে আসবেনা।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ ফরমান ঃ

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۰

(ওদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে, এ জন্য যে, ওরা আল্লাহ ও রসূলের

সাথে কুফরী করেছে, নামাযে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে।)

দেখুন, ওদের নামায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে ওদেরকে কাফির বলা হয়েছে। কেন, ওরা কি কিবলামুখী হয়ে নামায পড়েনি? শুধু কিবলামুখী কোন, কিবলার কিবলা সরওয়ারে আলম আলাইহিস সালামের পিছনে কিবলামুখী হয়ে নামায পড়তো।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ ফরমানঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ۔ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ • وَاِنْ نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ لا اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ۔

(অতঃপর তারা যদি তাওবা করে, নামায পড়ে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তোমাদের দ্বীনি ভাই। জ্ঞানীদের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করি। যদি তারা চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রুপ করে, তাহলে কাফিরদের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। ওদের শপথ কিছুই না; সম্ভবত তারা নিরস্ত হতে পারে।)

দেখুন, নামাযী ও যাকাতদাতা দ্বীনের বিদ্রুপ করলে,ওদেরকে কাফিরদের সরদার বলা হয়েছে। তাহলে আল্লাহ ও রসুলের শানে বেআদবী করাটা বিদ্রুপ নয় কি?

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কি বলেছেন শুনুনঃ

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۔

(ইহুদীদের মধ্যে কতক লোক কথাগুলোর অর্থ বিকৃত করে এবং বলে আমরা শ্রবণ করলাম এবং অমান্য করলাম এবং শোনা না শোনার মত; আর নিজেদের মুখ বিকৃত ও দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করে বলে-'রাইনা' কিন্তু তারা যদি বলতো শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম এবং শ্রবণ করুন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহলে ওদের জন্য ভাল ও সংগত হত। কিন্তু তাদের কুফরীর জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের

প্রতি লানত করেছেন। তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনয়ন করে।)

কিছু সংখ্যক ইহুদী যখন হুযুর আলাইহিস সালামের দরবারে আসতো, এবং হুযুরের সমীপে কিছু আরয করতে চাইতো, তখন এ রকম বলতো-'আমাদের কিছু শোনান, আপনাকেতো কোন অশোভনীয় কথা শোনানো যায়না' এবং মনে মনে বদদুআর এ ভাবার্থ করতো-তিনি যেন কোন কিছু শুনতে না পায়। হুযূর আলাইহিস সালাম যখন কিছু ইরশাদ করতেন, তখন ওরা না শুনার ভান করে বলতো رَاعِـــنَـــا (আমাদের প্রতি রেয়ায়েত করুন) কিন্তু মনে মনে উক্ত শব্দের অন্য অর্থ-বধির বা রাখাল ছেলে গ্রহণ করতো। এবার চিন্তা করুন-দ্বৈত অর্থ বোধক শব্দ যদি দ্বীনের প্রতি বিদ্রুপ বোঝায়, তাহলে নবীর শানে যে বলা হয়-'শয়তানের জ্ঞান থেকে কম বা পাগল বা চতুস্পদ জন্তুর জ্ঞানের সমতুল্য এবং আল্লাহর শানে যে বলা হয়-তিনি মিথ্যুক, তিনি মিথ্যা বলে এবং যে তাকে মিথ্যুক বলে, সে মুসলমান, সুন্নী এবং ছালেহ' তা দ্বীনের প্রতি জঘন্যতম বিদ্রুপ নয় কি?

দ্বিতীয়তঃ আহলে কিবলার কাউকে কাফির না বলাটা ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু)-এর মযহাব মনে করা, তাঁর প্রতি জঘন্য অপবাদ মাত্র। ইমাম সাহেব তাঁর আকীদার কিতাব ফিকহে আকবরে উল্লেখ করেছেন -

صِفَاتُهُ تَعَالٰى فِى الْاَزَلِ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ وَلَا مَخْلُوْقَةٍ فَمَنْ قَالَ اِنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ اَوْ مُحْدَثَةٌ اَوْ وَقَفَ فِيْهَا اَوْ شَكَّ فِيْهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللّٰهِ تَعَالٰى ۔

(আল্লাহ তাআলার গুণাবলী হচ্ছে অনাদি, যা সৃষ্ট নয় এবং কারো তৈরীকৃতও নয়। তাই যে এগুলোকে সৃষ্ট বা হাদেছ বলে বা এ প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে বা সন্দিহান থাকে, সে কাফির এবং খোদাকে অস্বীকারকারী। যে খোদার কালামকে মখলুক বা সৃষ্ট বলে, সে আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরী করলো।)

কিতাবুল ওসীয়তে ইমাম হাম্মাম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন ঃ

مَنْ قَالَ بِاَنَّ كَلَامَ اللّٰهِ مَخْلُوْقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۔

যে খোদার কালামকে মখলুক বা সৃষ্ট বলে, সে আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরী কর লো।

শরহে ফিকহে আকবরে বর্ণিত আছেঃ

قَالَ فَخْرُ الْاِسْلَامِ قَدْ صَحَّ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ اَنَّهُ قَالَ نَاظَرْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ فِىْ مَسْئَلَةِ خَلْقِ الْقُرْآنِ فَاتَّفَقَ رَاْيِىْ وَرَاْيُهُ عَلٰى اَنَّ مَنْ قَالَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ فَهُوَ كَافِرٌ وَصَحَّ هٰذَا الْقَوْلُ اَيْضًا عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ -

ইমাম ফখরুল ইসলাম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন,ইমাম আবু ইউসুফ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) থেকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে,তিনি বলেছেন- 'আমি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর সাথে কুরআনের সৃষ্টি সম্পর্কে মুনাজেরা করেছি এবং আমরা উভয়ে একমত হয়েছি যে, যে কুরআন মজিদকে সৃষ্ট বলে, সে কাফির। এ উক্তিটা ইমাম মুহাম্মদ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) থেকে ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে অর্থাৎ আমাদের তিন ইমামের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে,যে কুরআন আযীমকে সৃষ্ট বলে, সে কাফির। মু'তাযিলা, কিরামিয়া ও রাফেজিয়া সম্প্রদায়, যারা কুরআনকে মখলুক বলে,তারা কি কেবলামুখী হয়ে নামায পড়েনা ?

হানাফী মযহাবের অন্যতম ইমাম সায়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসুফ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) কিতাবুল খিরাজে বর্ণনা করেছেন ঃ

اَيُّمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ سَبَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ كَذَّبَهُ اَوْ عَابَدَهُ اَوْ تَنَقَّصَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَبَانَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ ـ

(যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় বা হুযূরের প্রতি মিথ্যারোপ করে বা হুযুরের প্রতি দোষারোপ করে অথবা অন্য কোন উপায়ে হুযূরের মানহানি ঘটায়, সে নিসন্দেহে কাফির এবং খোদার অস্বীকারকারী হয়ে গেল এবং তার স্ত্রী তার আকদ থেকে বের হয়ে গেল।)

দেখুন, কেমন সুস্পষ্ট বিবরণ যে হুযুরের শানে বেআদবী করার দ্বারা মুসলমান কাফির হয়ে যায় এবং তার স্ত্রীর সাথে বিবাহবন্ধনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবার বলুন, মুসলমান আহলে কিবলা বা আহলে কলেমা নয় কি ? তা সত্বেও হুযুরের শানে বেআদবীর ফলে তার কিবলা-কলেমা অগ্রাহ্য।

তৃতীয়ত ঃ

আসল কথা হলো যে, ইমামগণের পরিভাষায় আহলে কিবলা তাকেই বলা হয়, যে দ্বীনের সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান রাখে। ওগুলো থেকে যে কোন একটাকে অস্বীকার করলেই নিঃসন্দেহে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির মুরতাদ বলে বিবেচ্য। এমনকি যে ওকে কাফির মনে করবেনা, সে নিজেই কাফির।

শিফা শরীফ, বযাযিয়া, দোরার ও গোরর, ফতওয়ায়ে খায়রিয়া ইত্যাদি গ্রন্থেবর্ণিত আছে ঃ

اَجْمَعُ الْمُسْلِمُوْنَ اَنَّ شَاتِمَهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِرٌ وَمَنْ شَكَّ فِىْ عَذَابِهٖ وَكُفْرِهٖ كَفَرَ ـ

(সমস্ত মুসলমানের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, যে হুযূর আলাইহিস সালামের শানে

বেআদবী করে, সে কাফির এবং যে ওর আজাব ও কাফির হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করে, সেও কাফির। মুজমাউল আনহার ও দুর্রুল মুখতারে বর্ণিত আছে ঃ

وَالْلَفْظُ لَهُ الْكَافِرُ بِسَبِّ نَبِيٍّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ لَاتُقْبَلُ تَوْبَتُهُ مُطْلَقًا وَمَنْ شَكَّ فِىْ عَذَابِهِ وَكُفْرِهِ كَفَرَ ٥

(যে ব্যক্তি নবীর শানে বেআদবী করার ফলে কাফির হয়েছে, তার তওবা কবুল হবেনা এবং যে ওর আজাব ও কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ করে, সে নিজেই কাফির।) আল্লাহর শুকরিয়া, ওসব বেআদবদের কুফরীর ব্যাপারে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত পাওয়া গেল এবং এটাও জানা গেল যে ওদেরকে যে কাফির মনে করবেনা, সেও কাফির। শরহে ফিকহে আকবরে বর্ণিত আছে ঃ

فِى الْمُوَاهِبِ لَايَكْفُرُ اَهْلَ الْقِبْلَةِ اِلَّافِيْمَا فِيْهِ اِنْكَارُمَا عُلِمَ مَجِيْئَهُ بِالضَّرُوْرَةِ اَوْ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ كَاِسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّمَاتِ هُوَلَايُخْفٰى اَنَّ الْمُرَادُ بِقَوْلُ عُلَمَائِنَا لَايَجُوْزُ تَكْفِيْرَ اَهْلَ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ لَيْسَ مَجْرَدَ التَّوْجَهُ اِلَى الْقِبْلَةِ فَاِنَّ الْغِلَاةَ مِنَ الرَّوَافِضِ الَّذِىْ يَدْعُوْنَ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَغْلَطَ فِى الْوَحِىِّ فَاِنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى اَرْسَلَهُ اِلٰى عَلِى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَبَعْضُهُمْ قَالُوْا اِنَّهُ اِلٰهُ وَاِنْ صَلُّوْا اِلَى الْقِبْلَةِ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِيْنَ وَهٰذَا هُوَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى صَلَاتِنَا وَاِسْتَقْبَلَ قِبْلَتِنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتُنَا فَذَالِكَ مُسْلِمٌ اه مُخْتَصَرًا ٠

(মওয়াহেব গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে আহলে কেবলাকে কাফির বলা যাবে না। কিন্তু দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় বা সর্বসম্মত গৃহীত কোন বিষয়কে অস্বীকার করলে যেমন হারামকে হালাল জানলে (নিশ্চয় কাফির) এটা কারো অজানা নয় যে আমাদের উলামায়ে কিরাম যে বলেন, 'কোন গুণাহের কারণে আহলে কিবলাকে কাফির বলা ঠিক নয়' এখানে আহলে কেবলা বলতে কেবল কেবলার দিকে মুখ করা নয়। রাফেজীরা বলে যে জিব্রাঈল (আঃ) ওহির ব্যাপারে ধোঁকা খেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ওনাকে আসলে পাঠিয়েছিলেন হযরত আলীর (কঃ) কাছে। এবং ওদের মধ্যে কতেকতো মওলা আলীকে খোদা বলে।' এরা যদিওবা কেবলামুখী হয়ে নামায পড়ে, মুসলমান নয়। ওই হাদীছের ভাবার্থও তাই,

যেখানে বলা হয়েছে, যে আমাদের মত নামায পড়ে এবং আমাদের কিবলার প্রতি মুখ করে এবং আমাদের জবেহকৃত পশু পাখী খায়, সে মুসলমান। অর্থাৎ যখন দ্বীনের সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়াদির প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানের বিপরীত কোন কিছু না করে।)
একই কিতাবে আরও বর্ণিত আছে -

اِعْلَمْ اَنَّ الْمُرَادُ بِاَهْلِ الْقِبْلَةِ اَلَّذِيْنَ اِتَّفِقُوْا عَلٰى مَاهُوَ مِنْ ضَرُوْرِيَاتِ الدِّيْنِ كَحَدُوْثِ الْعَالَمِ وَحَشْرِ الْاَجْسَادِ وَعِلْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى بِالْكُلِّيَاتِ وَالْجُزْئِيَاتِ وَمَا اَشْبَهَ ذَالِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُهِمَّاتِ فَمَنْ وَاظَبَ طُوْلِ عُمْرِهِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَالْعِبَارَاتِ مَعَ اِعْتِقَادِ قَدَمُ الْعَالَمِ اَوْنَفِى الْحَشْرِاَوْ نَفِى عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ بِالْجُزْئِيَاتِ لَايَكُوْنُ مِّنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ وَاِنَّ الْمُرَادُ بِعَدْمِ تَكْفِيْرِاَ حَدِمِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ اَهْلُ السُّنَّةِ اِنَّهُ لَايَكْفِرُ مَالَمْ يُوْجِدُ شَئٌ مِنْ اِمَارَاتِ الْكُفْرِ وَعَلَامَاتِهِ وَلَمْ يَصْدِرُ عَنْهُ شَئٌ مِنْ مُوْجِبَاتِهِ -

জেনে রাখুন যে আহলে কেবলা বলতে সেই ধরনের লোককে বোঝায়,যারা দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের, যেমন বিশ্ব সৃষ্ট হওয়া, শরীর সমূহের হাশর হওয়া, আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্ঠন করা এবং এ ধরণের অন্যান্য মাসায়েলের অনুসারী। যে সারা জিন্দেগী ইবাদত বন্দেগীতে নিযোজিত আছে এবং এর সাথে এ আকীদাও রাখে যে বিশ্ব স্থায়ী বা শরীরের কোন হাশর হবে না বা আল্লাহ তাআলা খুঁটি-নাটি বিষয়ে অবহিত নয়, সে আহলে কিবলার অন্তর্ভূক্ত নয় এবং আহলে সুন্নাতের মতে আহলে কিবলার কাউকে কাফির না বলার অর্থ হলো ওকে কাফির বলা যাবে না, যতক্ষণ ওর কুফরীর আলামত প্রকাশ না পায় বা কুফরী কথা ব্যক্ত না হয়।)
ইমাম আবদুল আজীজ ইবনে আহমদ মুহাম্মদ বুখারী হানাফী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'শরহে উছুলে হোচ্চামী' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

اِنْ غَلَافِيْهِ (اَىْ فِىْ هَوَاهِ) حَتّٰى وَجَبَ اَكْفَارُهُ بِهِ لَايُعْتَبَرُ خِلَافِهِ وَوَفَاتِهِ اَيْضًا لِعَدْمِ دُخُوْلِهِ فِىْ مُسَمّٰى الْاُمَّةُ الْمَشْهُوْد لَهَا بِالْعَصْمِةِ وَاِنْ صَلّٰى اِلَى الْقِبْلَةِ وَاعْتَقَدَ نَفْسِهِ مُسْلِمًا لِاَنَّ الْاُمَّةَ لَيْسَتْ عِبَارَةٌ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ اِلَى الْقِبْلَةِ بَلْ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَهُوَ كَافِرٌ وَاِنْ كَانَ لَاٰدْرِىْ اِنَّهُ كَافِرٌ -

বদমযহাবী যদি স্বীয় বদমযহাবে অটল থাকে, যার ফলে ওকে কাফির বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাহলে ইজমায়ে উম্মতের মধ্যে তার পক্ষ বিপক্ষ কোনটাই বিবেচ্য হবে না। কেননা গুণাহ থেকে মাছুম হওয়ার শাহাদততো উম্মতের জন্য প্রযোজ্য। আর সেতো উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়, যদিওবা কিবলামুখী হয়ে নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে। এজন্যে কেবলামুখী হয়ে নামায আদায়কারীর নাম মুসলমান, উম্মত নয় এবং এ ব্যক্তি কাফির যদিওবা সে নিজেকে কাফির মনে করেনা।

দুররুল মুখতারে উল্লেখিত আছে ঃ

لَا خِلَافَ فِىْ كُفْرِ الْمُخَالِفِ فِىْ ضَرُوْرِيَّاتِ الْاِسْلَامِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُوَاظِبِ طُوْلَ عُمْرَهُ عَلَى الطَّاعَاتِ كَمَا فِىْ شَرْحِ التَّحْرِيْرِ ۔

(ইসলামের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের কোন একটির বিরোধীতাকারী সর্বসম্মতিক্রমে কাফির, যদিওবা সে আহলে কিবলা হয়ে থাকে এবং সারা জিন্দেগী ইবাদতে অতিবাহিত করে। শরহে তাহরীরে ইমাম ইবনুল হাম্মাম তা-ই উল্লেখ করেছেন।) আকীদা, ফিকাহ ও উসূলের কিতাবাদিতে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থত ঃ

এ মাসআলাটি মূলতঃ ভ্রান্ত। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত কিবলামুখী হয়ে নামায পড়ে এবং এক বেলা মহাদেবকেও সিজদা করে, সেকি কোন জ্ঞানীর মতে মুসলমান হতে পারে? অথচ আল্লাহকে মিথ্যুক বলা বা হুযুর আলাইহিস সালামের শানে বেআদবী করা মহাদেবকে সিজদা করার থেকে অনেক নিকৃষ্ট, যদিওবা কুফরীর বেলায় বরাবর। - وَذَالِكَ اِنَّ الْكُفْرَ بَعْضَهُ اَخْبَثُ مِنْ بَعْضٍ - (কুফরীর মধ্যে কোনটা কোনটার চেয়ে নিকৃষ্ট) কারণ মূর্তিকে সিজদা করা খোদাকে অস্বীকার করার লক্ষণ। আর অস্বীকারের লক্ষণ ও সুস্পষ্ট অস্বীকার এক বরাবর হতে পারে না। সিজদায় এ যুক্তিটিও দাঁড় করানো যায় যে সিজদা সম্মানবোধক হতে পারে এবং ইবাদতের নাও হতে পারে আর সম্মানবোধক সিজদা কুফরী নয়। এ জন্য যদি কোন আলেম বা আবেদকে তাযিমী সিজদা করা হয়, তাহলে গুণাহগার হবে কিন্তু কাফির হবেনা। মুর্তিকে সিজদা করাকে সাধারণতঃ কাফিরদের বিশেষ আলামত হেতু কুফরী বলা হয়েছে। কিন্তু নবী করীম আলাইহিস সালামের শানে বেআদবী প্রত্যক্ষভাবে কুফরী এবং সাথে সাথে ইসলাম থেকে খারিজ (বিচ্ছিন্ন) হয়ে যাবে। তবে আমি এখানে স্মরণ করে দিতে চাই যে মূর্তি সিজদাকারীর তওবা গৃহীত হওয়া সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত রয়েছে। কিন্তু হুযুরের শানে বেআদবীকারীর তওবা আমাদের ইমামদের অনেকের মতে অগ্রাহ্য।

এঁদের মধ্যে ইমাম বাযাযি, ইমাম ইবনুল হাম্মাম, আল্লামা মওলা খাসরু, ছাহেবে দর্বের ও আল্লামা জাইন বিন নজিম আশবা ওয়াল নাযায়েরের প্রণেতা আল্লামা উমর বিন নাজিম-নাহরুল ফায়েকের রচয়িতা আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ গাজী তনবিরুল আবসারের প্রণেতা, আল্লামা খায়রুদ্দীন ফত্ওয়ায়ে খায়রীয়ার প্রণেতা, আল্লামা শাইখ জাদ-মোজমেউল আনহারের রচয়িতা, আল্লামা মোহাক্কেক মুহাম্মদ বিন আলী হসকাফী দুরুল মুখতারের রচয়িতা উল্লেখযোগ্য। মোটকথা হলো, উম্মতে মুহাম্মদী মূর্তিপূজারীকে ক্ষমা করতে রাজি কিন্তু নবীর শানে বেআদবীকারীকে কিছুতেই ক্ষমা করতে রাজি নয়। অবশ্য তওবা কবুল না হওয়াটা হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের বাহ্যিক বিধান। অর্থাৎ নবীর শানে বেআদবীকারীকে তওবার পরও মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। নচেৎ আন্তরিকভাবে তওবা করলে আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়। তবে বেআদবীকারীর তওবা কবুল হবেনা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তওবা থেকে যেন বিরত না থাকে। তওবার ফলে কুফরী থেকে রেহাই মিলবে এবং মুসলিম বলে গণ্য হবে এবং জাহান্নামের চিরস্থায়ী আজাব থেকে মুক্তি পাবে। রার্দুল মুহতার ও অন্যান্য কিতাবে তা বর্ণিত আছে।

তৃতীয় ধোঁকা ঃ

'ফিকাহশাস্ত্রে উল্লেখিত আছে যে, যার মধ্যে নিরানব্বইটি কুফরী কাজ ও একটি ইসলামী কাজ পাওয়া যায়, তাকে কাফির না বলা উচিত।

প্রথমত ঃ

এ ধোঁকাটি অন্যান্য ধোঁকা হতে নিকৃষ্ট ও দুর্বল। এ ধোঁকাটির সারকথা হলো- যে ব্যক্তি দিনে একবার আযান দেয় বা দু'রাকাত নামায পড়ে নেয় এবং নিরানব্বইবার মূর্তি পূজা করে, সিঙ্গায় ফুঁক দেয় বা ঘন্টা বাজায়, সে মুসলমান। যদিওবা ওর মধ্যে নিরানব্বইটি কুফরী কাজ পাওয়া গেছে, কিন্তু একটি মাত্র ইসলামী কর্মই ওর যথেষ্ট। কোন জ্ঞানী ওকে মুমিনতো দূরের কথা, মুসলমানও বলতে পারেনা।

দ্বিতীয়ত ঃ

ওদের দৃষ্টিতে নাস্তিক (অর্থাৎ যারা খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে) ব্যতিত সমস্ত কাফির, মুশরিক, মজুস, হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান প্রমুখ মুসলমান বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা ওরা অন্যান্য বিষয়সমূহকে অস্বীকার করলেও খোদার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসী এবং এটা হচ্ছে ইসলামের প্রধান আকীদা। অমুসলিম অনেক দার্শনিক পন্ডিত ও অন্যান্যরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী আর ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকেতো উচ্চস্তরের মুসলমান মনে করতে হবে, কেননা এরা তৌহিদের সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার অনেক কালাম, অনেক নবী,

কিয়ামত, হাশর, হিসাব-নিকাশ, পূণ্য, শাস্তি, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি অনেক ইসলামী আকিদার বিশ্বাসী।

তৃতীয়ত ঃ ওদের এ ধোঁকাকে রদের জন্য উপরোক্ত কুরআনের আয়াতসমূহই যথেষ্ট, যেখায় কলেমা পাঠ ও নামায পড়ার পরও মাত্র একটি কথার জন্য কাফির বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমন - كَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ - (ওরা মুসলমান হয়ে মাত্র একটি কথার জন্য কাফির হয়ে গেছে।) অন্যত্র ইরশাদ ফরমান -

لاَتَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ

(বাহানা করতে হবেনা; তোমরা ঈমান আনয়ণের পর কাফির হয়ে গেছ।)

অথচ ওসব ধোঁকাবাজদের মতে যতক্ষণ পর্যন্ত নিরানব্বই থেকে অধিক কুফরী কথা প্রকাশ পাবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের কাফির বলা যাবে না। এ আয়াতের বেলায় হয়তো তারা এ উত্তরই দিতে পারে যে এটা আল্লাহ তাআলার ভুল ও তাড়াহুড়ার পরিণাম। তিনি ইসলামের পরিমন্ডলকে সঙ্কুচিত করে দিয়েছেন, কলেমা পাঠকারী আহলে কিবলাদেরকে ধোঁকা দিয়ে মাত্র একটি শব্দের কারণে ইসলাম থেকে বের করে দিয়েছেন, তদুপরি জবরদস্তিমূলক আচরণ করেছেন অর্থাৎ لاَتَعْتَذِرُوْا বলে আপত্তি করার অবকাশ ও আপত্তি শোনানোর সুযোগও দেননি। আফসোসের বিষয়, আল্লাহ তাআলা দারুল নদওয়ার পন্ডিত বা ওদের সমমনা কোন ইসলামী সংস্কারকের পরামর্শ নেননি।

চতুর্থত ঃ ওদের ধোঁকার জবাব আল্লাহ তাআলা নিজেই দিচ্ছেন ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۔ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۔ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۔

(তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখান কর ? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে, তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে, আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে। সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবেনা এবং তারা কোন সাহায্যও পাবেনা।) আল্লাহর কালামের মধ্যে, মনে করুন, এক হাজার কথা রয়েছে এবং প্রত্যেক কথাকে মান্য

করাটাই হচ্ছে ইসলামী আকীদা। এখন যদি কেউ নয়শত নিরানব্বই কথা মান্য করে এবং মাত্র একটি কথা অমান্য করে, তাহলে কুরআনে করীমের বিধান অনুসারে ৯৯৯টি মানার দ্বারা সে মুসলমান নয় বরং কেবল একটি অমান্য করার কারণে সে কাফির। দুনিয়াতে সে লাঞ্চিত হবে এবং পরকালেও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে, যা অনন্তকাল চলতে থাকবে এবং মুহুর্তের জন্যও লাঘব হবে না। ৯৯টা নয়, একটি মাত্র অমান্য করায় এ পরিণতি। একটিকে মান্য করলে যে মুসলমান গণ্য করা হবে, তা মুসলমানদের আকীদা নয় বরং কুরআনের মতে সুস্পষ্ট কুফরী।

পঞ্চমত ঃ আসল কথা হলো, ওরা ফকীহগণের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। তাঁরা কখনও এরকম বলেননি এবং ওরা ইহুদীদের মত يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ মূল কথাটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে তিলকে তাল করেছে। ফকীহগণ কখনও এরকম বলেননি যে, যে ব্যক্তির মুখে নিরানব্বইটি কুফরী কথা ও একটি ইসলামের কথা রয়েছে, সে মুসলমান বরং সমস্ত উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, যার মধ্যে নিরানব্বই হাজার ইসলামের কথা রয়েছে কিন্তু একটি কুফরীর দ্বারা সে নিঃসন্দেহে কাফির। নিরানব্বই ফোঁটা গোলাপজলের মধ্যে এক ফোঁটা মূত্র দিলে সবগুলো মূত্র হয়ে যাবে। কিন্তু এ অথর্ব যে নিরানব্বই ফোঁটা মূত্রে এক ফোঁটা গোলাপজল ফেললে, সব পবিত্র হয়ে যাবে। ফকীহতো দূরের কথা, কোন অজ্ঞ ব্যক্তিও এ ধরণের প্রলাপ বকবে না। আসলে ফকীহগণ বলেছেন যে যদি কোন মুসলমান থেকে এ ধরণের কোন শব্দ প্রকাশ পেয়েছে, যেটার একশ রকম অর্থ হতে পারে এবং নিরানব্বই অর্থ কুফরীমূলক এবং বাকী একটির অর্থ ইসলাম সম্মত, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত না হবে যে সে কোন বিশেষ কুফরী অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ওকে কাফির বলবো না। কেননা হয়তো ইসলামী অর্থটাও গ্রহণ করতে পারে। ফকীহগণ আরও বলেন যে, যদি বাস্তবে কুফরী অর্থই গ্রহণ করে থাকে, তাহলে আমাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ওর কোন উপকার হবে না। সে আল্লাহর কাছে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। এর উদাহরণ হচ্ছে যেমন যায়েদ বললো-'উমরের নিশ্চিত অদৃশ্য জ্ঞান আছে।' এ কথায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়, যথা (১) ওমরের সত্ত্বাগতভাবে অদৃশ্য জ্ঞান আছে। এটা কিন্তু সুস্পষ্ট কুফরী।

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

(বলে দিন, আসমান-জমিনে যা কিছু অদৃশ্য আল্লাহ ব্যতিত কেউ জানে না)

(২) ওমর নিজেই অদৃ[illegible]জ্ঞানী নয় কিন্তু জ্বিন থেকে সে অদৃশ্য জ্ঞান লাভ করে। কারণ

জ্বিন অদৃশ্য জ্ঞান রাখে। এ ধরণের বলাটাও কুফরী। যেমন-

تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَالَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ

(জ্বিনেরা বুঝতে পারলো যে ওরা যদি অদৃশ্য বিষয়ে অবগত থাকতো, তাহলে ওরা লাঞ্চনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।)

(৩) উমর জ্যোতিষ, (৪) গণক, (৫) হস্তরেখা বিশারদ, (৬) কাক ইত্যাদির আওয়াজ বুঝে, (৭) কীট-পতঙ্গ গায়ে পড়লে, (৮) কোন বন্যজন্তু ডান দিক বা বাম দিকে দিয়ে চলে গেলে, (৯) চোখ বা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ কাঁপলে সে এর রহস্য বুঝে, (১০) সে পাশা নিক্ষেপ করে, (১১) রাশিফল দেখে, (১২) কাউকে গাছা বানিয়ে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করে, (১৩) সে মেসমেরিজম জানে, (১৪) জাদু জানে, (১৫) রূহের জগতের সাথে সম্পর্ক রাখে, (১৬) মনোবিজ্ঞানী, (১৭) দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং এসবের মাধ্যমে সে নিশ্চিত অদৃশ্য জ্ঞান লাভ করে থাকে। এ ধারণাগুলো সবই কুফরী।

হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান ঃ

مَنْ اَتـٰى عَرَّافًا اَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلِاَحْمَدَ وَاَبِىْ دَاوُد عَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا نَزَلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٠

যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বেক্তা বা যাদুগরের কাছে যায় এবং ওর কথা বিশ্বাস করে, সে নিশ্চয়ই তা অস্বীকার করলো, যা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর উপর নাযিল হয়েছে। (বিশুদ্ধ সনদ সহকারে হযরত আবু হুরাইরার বরাত দিয়ে আহমদ ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত)।

(১৮) নবীদের মত ওমরের উপর ওহী নাযিল হয়, যার ফলে সে নিশ্চিত অদৃশ্য জ্ঞান লাভ করে। এটাও জঘন্য কুফরী।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ٠ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ٠

(কিন্তু তিনি (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রসুল এবং নবীদের শেষ নবী এবং আল্লাহ সবকিছুর ব্যাপারে অবহিত।)

(১৯) ওহী আসে না, তবে ইলহামের দ্বারা সমস্ত গায়েব জেনে নেয়। এটাও সুস্পষ্ট কুফরী, কেননা এতে ওমরের জ্ঞানকে হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের উপর প্রাধান্য

দিয়েছে। হুযুর আলাইহিস সালামের অসীম জ্ঞানও আল্লাহর সমস্ত জ্ঞানকে করায়ত্ত করতে পারেননি।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ

(বলে দিন, জ্ঞানী ও অজ্ঞানীকে কি একই বরাবর মনে করতেছ ?)

مَنْ قَالَ فُلَانٌ اَعْلَمُ مِنْهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَابَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ السَّبَّابِ "نسيم الرياض"

(২০) উমরের জ্ঞান সমস্ত জ্ঞানকে পরিবেষ্টিত না করলেও আল্লাহ তাআলা ওকে কোন নবী, মানুষ ও ফিরিশতার মাধ্যম ব্যতীত গায়বী ইলম দান করেছেন। এটাও কুফরী।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ

(এটা আল্লাহ তাআলার শান নয় যে সাধারণ লোকদেরকে গায়বী ইলম দান করেন তবে তাঁর রসূলের মধ্যে যাকে ইচ্ছে করেন।)

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

(গায়বী ইলমের অধিকারী (আল্লাহ) আপন প্রিয় রসূলগণ ব্যতিত অন্য কাউকে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেননা।)

(২১) ওমরকে হুযুর আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কিছু গায়বী ইলম দিয়েছেন বা দেন। এটা কিন্তু ইসলাম সম্মত। তাই বিজ্ঞ ফকীহগণ ওধরণের উক্তিকারীকে কাফির বলেননা, যদিওবা ওর উক্তির একুশটি দৃষ্টিকোণের মধ্যে বিশটিতে কুফরী প্রমাণিত হয় কিন্তু একটি মাত্র ইসলামী দৃষ্টিকোণ থাকার ফলে ওকে কাফির বলা থেকে বারন করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটা প্রমাণিত হয় যে, সে কুফরী দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি বলেছে। কিন্তু আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করা বা হুযুর আলাইহিস সালামের শানে বেআদবী করাকে যেথায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কোন অবকাশ নেই যদি কুফরী বলা না হয়, তাহলে কুফরীকে ইসলাম মেনে নিতে হবে, আর যে কুফরীকে ইসলাম মনে করে, সে নিজেই কাফির। ইতিপূর্বে শেফা শরীফ, বযাযিয়া, দুর্রে মুখতার ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য কিতাবের বক্তব্য শুনেছেন যে, যে ব্যক্তি হুযুর আলাইহিস সালামের শানে বেআদবী করে, সে কাফির এবং যে ওর কুফরীর বেলায় সন্দেহ পোষণ করে, সেও কাফির। কিন্তু ইহুদী প্রকৃতির লোকেরা ফকীহ গণের উপর মাতব্বরী করতে চায় এবং ওদের কথাকে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে।

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ .

শরহে ফিকহে আকবরে বর্ণিত আছে ঃ

قَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْمَسْئَلَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْكُفْرِ إِذَا كَانَ لَهَا تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ احْتِمَالًا لِلْكُفْرِ وَاحْتِمَالٌ وَاحِدٌ فِىْ نَفْيِهِ فَلَا وْلَى لِلْمُفْتِىْ وَالْقَاضِىْ أَنْ يَعْمَلَ بِالْاِحْتِمَالِ النَّافِىْ

(কুফরী সংক্রান্ত কোন মাসআলার বেলায় যদি এতে ৯৯টি দৃষ্টিকোণ থেকে কুফরীর সম্ভাবনা থাকে এবং একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিপরীত বোঝা যায়, তখন মুফতি ও কাজীদের উচিত সেই না সূচক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে) ফতওয়ায়ে আলমগীরি, মুহিত ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত আছে ঃ

إِذَا كَانَتْ فِى الْمَسَالَةِ وُجُوْهٌ تُوْجِبُ التَّكْفِيْرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُ التَّكْفِيْرَ فَعَلَى الْمُفْتِىْ وَالْقَاضِىْ أَنْ يَمِيْلَ إِلَى ذَالِكَ الْوَجْهِ وَلَا يُفْتِىْ بِكُفْرِهِ تَحْسِيْنًا لِلظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ ثُمَّ إِنْ كَانَ نِيَّةُ الْقَائِلِ الْوَجْهِ الَّذِىْ يَمْنَعُ التَّكْفِيْرَ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا يَنْفَعُ، حَمَلَ الْمُفْتِى كَلَامَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُوْجَبُ التَّكْفِيْرَ .

অর্থাৎ যদি এমন একটি মাসআলা, যার মধ্যে কুফরী ওয়াজিব হওয়ার অনেক কারণ এবং কুফরী ওয়াজিব না হওয়ার একটি মাত্র কারণ রয়েছে, তাহলে মুফতি ও কাজীর উচিত, একটি কারণকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং মুসলিম মনে করে কুফরী ফতওয়া দানে বিরত থাকা, কারণ উক্তিকারীর নিয়ত যদি সেই কুফরী বিরোধী একটি কারণই হয়ে থাকে, তাহলে সে মুসলমান আর যদি তা না হয়, মুফতির ফতওয়া দ্বারা কোন উপকার না হলেও মুফতির বেলায় কুফরী প্রযোজ্য হবেনা।

অনুরূপ ফতওয়ায়ে বযাবিয়া, বাহারুর রায়েক, মুজমাউল আনহার, হাদিকায়ে নদিয়া, তাতারখানিয়া, বাহার, সেল্লুল হিমাস, তনবিয়াতুল ওলাত ইত্যাদি কিতাবে উল্লেখিত আছে ঃ

لَا يُكَفَّرُ بِالْمُحْتَمَلِ لِأَنَّ الْكُفْرَ نِهَايَةٌ فِى الْعُقُوْبَةِ فَيَسْتَدْعِىْ نِهَايَةً فِى الْجِنَايَةِ وَمَعَ الْاِحْتِمَالِ لَا نِهَايَةَ ـ

বাহারুর রায়েক, তনবিরুল আবছার, হাদিকায়ে নদিয়া, তনবিয়াতুল ওলাত, সেল্লুল হিসাম ইত্যাদি কিতাবে আরও উল্লেখিত আছে ঃ

وَالَّذِىْ تحرر أَنَّهُ لَا يُفْتِى بِكُفْرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ حمل كَلَامه عَلَى مَحْمِلٍ حَسَنٍ الخ

অতএব, এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিভিন্ন কিতাবে যা আলোচিত হয়েছে, তা হচ্ছে এক শব্দের ভাবার্থ নিয়ে, এক ব্যক্তির অনেক উক্তি নিয়ে নয়। কিন্তু ইহুদী ভাবাপন্ন লোকেরা কথাকে বিকৃত করে ফেলে।

একটি ভুল ধারণার অবসান

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কতেক ফতওয়ার কিতাব যেমন ফত্ওয়ায়ে কাজী খাঁ ইত্যাদি কিতাবে যে উল্লেখিত আছে 'ওই সমস্ত লোককে কাফির ফত্ওয়া দেয়া হয়েছে, যারা আল্লাহ ও রসুলকে সাক্ষ্য করে বিবাহ করে বা মাশায়েখকে হাযির নাজির মনে করে বা ফিরিশতাগণ ইলমে গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করে অথবা নিজে ইলমে গায়েব জানে বলে দাবী করে, এর দ্বারা সেই দৃষ্টিকোণটাই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ সত্ত্বাগত গায়বী ইলমের দাবীদারকে কাফির বলা হয়েছে। তা যদি না হয়, সেসব উক্তির মধ্যেতো নিশ্চিত ইলমে গায়েবের উল্লেখ নেই বরং অনুমান ভিত্তিক ইলমে গায়েবকেও বোঝাতে পারে। তাই সে সব উক্তিতে একুশের জায়গায় বিয়াল্লিশ ধরণের দৃষ্টিকোণ হতে পারে এবং যার মধ্যে অনেকটা কুফরী নয়। যেমন অনুমান ভিত্তিক ইলমে গায়েবের দাবী করাটা কুফরী নয়।
বাহারুর রায়েক ও দুররুল মুখতারে বর্ণিত আছে ঃ

عُلِمَ مِنْ مَسَائِلِهِمْ هُنَا اَنَّ مَنِ اسْتَحَلَّ مُحَرَّمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى وَجْهِ الظَّنِّ لَايُكَفَّرُ اِنَّمَا يُكَفَّرُ اِذَا اِعْتَقَدَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَنَظِيْرُهٗ مَاذَكَرَهُ الْقُرْطُبِىُّ فِىْ شَرْحِ مُسْلِمٍ اَنَّ ظَنَّ الْغَيْبِ جَائِزٌ كَظَنِّ الْمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ بِوُقُوْعِ شَيْئٍ فِى الْمُسْتَقْبِلِ بِتَجْرِيَةِ اَمْرٍعَادِىٍّ فَهُوَ ظَنٌّ صَادِقٌ وَ الْمَمْنُوْحِ اِدِّعَاءِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالظَّاهِرِ اَنَّ اِدِّعَاءِ ظَنِّ الْغَيْبِ حَرَامٌ لَاكُفْرٌ بِخِلَافِ اِدِّعَاءِ الْعِلْمِ اه٠ زَادَفِى الْبَحْرِ اَلَاتَرٰى اَنَّهُمْ قَالُوْا فِىْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ لَوْظَنَّ الْحِلَّ لَايُحَدُّ بِالْاِجْمَاعِ وَيُعَزَّرُ كَمَا فِى الظُّهِرِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَلَمْ يَقُلْ اَحَدُاَنَّهٗ يُكَفَّرُ وَكَذَافِىْ نَظَائِرِهٖاه ٥

সুতরাং এটা কিভাবে যে যেথায় একটি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থাকলে কুফরী ফত্ওয়া আরোপ করা যায়না, সে জায়গায় অনেক ইসলামী দৃষ্টিকোণ সত্ত্বেও স্বনামধন্য উলামায়ে কিরাম কিভাবে কুফরীর ফতওয়া দান করতে পারেন ? নিশ্চয়ই তাঁরা কুফরী

দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ সত্ত্বাগত ইলমে গায়েব ইত্যাদির দাবীদার বলে নিশ্চিত হয়ে কুফরী ফতওয়া দিয়েছেন। নচেৎ উপরোক্ত উক্তিসমূহ এমনিতেই বাতিল হয়ে যায় এবং ইমামগণের বিশ্লেষণের বিপরীত প্রতিভাত হয়ে অগ্রাহ্য হবে। জামেউল ফছুলীন, রদ্দুর মুহতার, হাশিয়ায়ে আল্লামা হাদিকায়ে নদিয়া, সিল্লুল হিচ্ছাম ইত্যাদি কিতাবে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে। এখানে কেবল হাদিকায়ে নদিয়া শরীফের নিম্নবর্ণিত ইবারতটি উদ্ধৃতি করাই যথার্থ মনে করি -

جَمِيْعُ مَا وَقِعَ فِىْ كُتُبِ الْفَتَاوٰىْ مِنْ كَلِمَاتٍ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُوْنَ فِيْهَا بِالْجَزْمِ بِالْكُفْرِ يَكُوْنُ الْكُفْر فِيْهَا مَحْمُوْلاً عَلٰى اِرَادَةِ قَائِلِهَا مَعْنًى عَلَّلُوْا بِهِ الْكُفْرِ وَاِذَا لَمْ تَكُنْ اِرَادَةِ قَائِلُهَا ذٰلِكَ فَلَا كُفْرَاه ০

ফতওয়ার কিতাব সমূহে যতগুলো শব্দের উপর কুফরীর হুকুম দেয়া হয়েছে, তা দ্বারা ওই ধরণের শব্দকে বোঝানো হয়েছে, যদ্বারা উক্তিকারী কুফরী দৃষ্টিকোণই গ্রহণ করেছে, নচেৎ কখনও কুফরী নয়।

অবশ্য সে ধরণের অনুমানই গ্রহণযোগ্য যেখানে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কিন্তু সুস্পষ্ট কথার ব্যাখ্যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তা নাহলে কোন কথাকেই কুফরী বলা যাবে না। যেমন যায়েদ বললো- 'খোদা দু'টি। এখানে এটাই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে সে খোদা শব্দের আগে হুকুম শব্দটা উহ্য রেখেছে অর্থাৎ সে বলতে চেয়েছে যে খোদার হুকুম দু'টি মুবাররম ও মুয়াল্লাক। যেমন- কুরআন মজিদে উল্লেখিত আছে-

اِلَّا اَنْ يَاتِىَ اللّٰهُ اَىْ اَمْرُ اللّٰهِ

ওমর বললো-আমি আল্লাহর রসুল। এখানে এ ব্যাখ্যাটা প্রদান করা যেতে পারে যে, সে শাব্দিক অর্থটাই গ্রহণ করেছে অর্থাৎ সে বলতে চেয়েছে যে, সে খোদা প্রদত্ত আত্মার অধিকারী। কিন্তু এ ধরণের ব্যাখ্যা গ্রহনযোগ্য নয়। শেফা শরীফে বর্ণিত আছে ঃ اِدْعَاؤُهُ التَّاوِيْل فِى لَفْظِ صَرَاحٍ لَا يُقْبَلُ - সুস্পষ্ট শব্দের বেলায় কোন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। শরহে শেফায় বর্ণিত আছে ঃ هُوَ مَرْدُوْدٌ عِنْدَ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّه এ ধরণের দাবী শরীয়তে অগ্রাহ্য। নছিমুর রেয়াযে উল্লেখিত আছে ঃ وبذ لَا يَلْتَفِتَ لِمِثْلِه هذيانا এ ধরণের ব্যাখ্যার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না, এগুলোকে পাগলের প্রলাপই মনে করতে হবে। ফতওয়ায়ে খোলাসা, ফছুলে এমাদিয়া, জামেউল ফছুলীল, ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত আছে ঃ

وَالْـلَـفْظُ لِلْعِمَادِیْ قَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَوْقَال بِالْفَارْسِیَّةِ مَنْ پیغمبرم برید ه من پیغام می برم یکفر-

যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর রসুল বা পয়গাম্বর বলে এবং এর ভাবার্থ সংবাদ বাহক বা পিওন গ্রহণ করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। ও ধরণের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবেনা।

চতুর্থ ধোঁকা-অস্বীকার ঃ

যারা ও সমস্ত কটুক্তিপূর্ণ কিতাবাদ্রি দেখেনি, তাদের সামনে একেবারে অস্বীকার করে যে ওরা এ ধরণের কথা কখনও বলেনি। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ওদের ছাপানো কিতাব দেখিয়ে দিলে, নাক সিটকে, মুখ বিকৃত করে চলে যায় অথবা বেহায়ার মত সামনা-সামনি বলে ফেলে যে 'আপনি যত যুক্তি দেখান না কেন, আমি তা-ই বলবো। আর আপত্তিকারী যদি কম জ্ঞানী হয়, তাহলে ওকে বলে দেয় যে, এ উক্তিসমূহের ভাবার্থ তা নয়, অন্য কিছু।' এর জবাবে কুরআনের সেই আয়াতই যথেষ্ট ঃ

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَاقَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِوَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ

ওরা খোদার নামে কসম করে বলে যে, তারা সে রকম বলেনি। অথচ তারা নিশ্চয়ই কুফরী উক্তি করেছে এবং মুসলমান হওয়ার পর কাফির হয়ে গেছে।

ھوتی أئی ھے که انکار کیاکر تے ھیں

ওদের ওইসব কিতাবসমূহ, যেগুলোতে কুফরী উক্তিসমূহ রয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ওরা ওদের জীবন কালে প্রকাশ করেছে এবং কতেক কিতাব কয়েকবার ছাপানো হয়েছে। আর দীর্ঘদিন ধরে উলামায়ে আহলে সুন্নাত এসবের প্রতিবাদ করছেন এবং সেসব উক্তি খন্ডন করে কিতাব ছাপিয়েছেন। সেই ফত্ওয়া, যেখানে আল্লাহকে পরিস্কারভাবে মিথ্যুক বলা হয়েছে, এর মূল কপি দস্তখত ও সীলসমেত এখনও মওজুদ আছে এবং এর ফটোকপিও রয়েছে। এর ফটোকপি মক্কা ও মদীনা শরীফের উলামায়ে কিরামকে দেখানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল। মদীনা শরীফের সরকারী পাঠাগারেও তা মওজুদ আছে । আজ থেকে আঠারো বছর আগে ১৩০৮ হিজরীতে মীরাটের হাদিকাতুল উলুম থেকে 'ছেয়ানাতুন নাস' পুস্তিকায় নাপাক ফত্ওয়া রদসহকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পুনরায় ১৩১৮ হিজরীতে বোম্বে থেকে গুলজার হাসনির পক্ষ থেকে এর রদ ছাপানো হয়েছিল। আবার ১৩২০ হিজরীতে তোহফায়ে হানাফিয়া নামে পাটনা থেকে এর রদ ছাপানো হয়েছিল। এ অপবিত্র ফত্ওয়াদানকারী ১৩২৩ হিজরীতে জামাদিউল আখেরে

মৃত্যুবরণ করে এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত নিশ্চুপ রয়েছিল। ওটা তার ফত্ওয়া নয়' এ রকমও বলেনি। অথচ নিজের ছাপানো কিতাবের ফত্ওয়াকে অস্বীকার করাটা অনেক সহজ ছিল। আর এ রকমও কিছু বলে যায়নি যে, এর ভাবার্থ তাই নয়, যা উলামায়ে আহলে সুন্নাত বলতেছেন এবং আমি এর ভাবার্থ ওটাই নিয়েছি, যা কুফরী নয়। মোট কথা হলো সে তার কথায় অটল ছিল। যায়েদের সীলমোহর যুক্ত একটি ফত্ওয়া তার জীবনকালে ও জ্ঞাত অবস্থায় প্রকাশ্যভাবে প্রচারিত হলো এবং একে সুস্পষ্ট কুফরী হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। অনেক বছর থেকে এটা প্রচারিত হতে থাকলো। লোকেরা উক্ত ফতোয়াকে খন্ডন করে যায়েদকে এর পরিপ্রেক্ষিতে কাফির ঘোষণা করলো। যায়েদ এর পরও পনের বছর জীবিত ছিল এবং সব কিছু দেখেছিল ও শুনেছিল। কিন্তু উক্ত ফত্ওয়া তার নয় বলে অস্বীকার করেনি এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার উপর অটল রইল। তাহলে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কি ধারণা করতে পারে যে উক্ত ফত্ওয়ার ব্যাপারে তার অস্বীকৃতি ছিল বা তার কাছে ওটার ভাবার্থ ছিল অন্য কিছু। তার সমমনাদের মধ্যে যারা আজও জীবিত আছে (আ'লা হযরতের যুগে) তারা তাদের মুদ্রিত কিতাব সমূহকে অস্বীকার করতে পারে না। ১৩২০ হিজরীতে তাদের সমস্ত কুফরী সমূহকে একত্রিত করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। কতেক উৎসাহী মুসলমান সেসব কুযুক্তির আলোকে কিছু প্রশ্ন তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন তারা সেটাকে অস্বীকার করতে পারেনি বা এর ভাবার্থ অন্যকিছুও বলতে পারেনি বরং বলেছিল 'আমরা বহছ করার জন্য আসিনি, আমরা কোন বহছ করতে চাইনা। এ ব্যাপারে আমরা অজ্ঞ এবং আমাদের মাশায়েখও অজ্ঞ। যুক্তি তর্কে পরাস্ত হলেও আমরা তাই বলে যাব।

সেই প্রশ্নমালা ও ঘটনার বিশদ বিবরণ ছাপিয়ে ১৩২৩ হিজরীর জামাদিউল আখেরে যখন তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে পৌঁছানো হলো, তখন তারা সোজাসুজি অস্বীকার করলো। তাও চার বছর পর। ধোঁকা এ রকমই। হয়তো বলে দিতে পারেন যে, 'এ ধরণের কটুক্তিকারী লোক পৃথিবীতে জন্মও নেয়নি। ওসব বানোয়াটী কথা।' ওদের বেলায় কী আর বলা যায়। আল্লাহ্ তাদেরকে লজ্জাশরম দান করুন।

পঞ্চম ধোঁকা ঃ

যখন তারা অন্য কোন পন্থা খুঁজে পায়না, ধোঁকা দেয়ার কোন রাস্তা দেখেনা, তখন তারা কুরআন করীমের আয়াত -

يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۔

এর ঘোষণা অনুযায়ী অজ্ঞ মুসলমানদের উত্তেজিত ও অন্ধকারে নিমগ্ন রাখার অভিপ্রায়ে বলে থাকে যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমদের কুফরী ফত্ওয়ার কিবা গুরুত্ব আছে। ওনারাতো কথায় কথায় ফত্ওয়া দিয়ে থাকে। ওনাদের ছাপাখানা থেকে সবসময় কুফরীর ফত্ওয়াই বের হয়। তারাই ইসমাইল দেহলভী, মৌলভী ইসহাক, মৌলভী আবদুল হাই সাহেবকে কাফির বলে। ফত্ওয়া দিয়েছে, শাহ ওলীউল্লাহ, হাজী ইমদাদুল্লাহ, মৌলানা শাহ ফজলুর রহমান সাহেবানকে কাফির বলেছে এবং তাদের মধ্যে যারা একেবারে নিলর্জ্জ তারা, মায়াযাল্লা, হযরত শেখ মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহমতুল্লাহ আলাইহে), মৌলানা শাহ মুহাম্মদ হুসাইন ইলাহবাদী (রহমতুল্লাহ আলাইহে) এবং হযরত সৈয়দুনা শেখ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরবীকে কাফির ফত্ওয়া দিয়েছে। তাঁদের অপরাধ হলো, তাঁরা অন্ধ বিশ্বাসী হয়ে কোন কিছু করতেন না। তাঁরা কুরআনের আয়াত ঃ

اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا ۔

(যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন খবর পরিবেশন করে, তোমরা তা যাচাই করে নিও) অনুযায়ী আমল করতেন এবং মিথ্যা উদ্ভাবনকারীদের ঘৃণা করতেন। মিথ্যুকদের প্রসেঙ্গ আল্লাহ তাআলা ফরমান -

اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ ۔

অর্থঃ যাদের ঈমান নেই, তারাতো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে। আর ইরশাদ ফরমান ঃ

فَنَجْعَلْ لَّعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ۔

অর্থঃ অতঃপর আমরা মিথ্যাবাদীদের উপর দিই আল্লাহর লানত।

মুসলমানগণ! এ দুর্বল ধোঁকা ও হীন ফন্দির স্বরূপ উম্মোচন করা মোটেই কষ্ট কর নয় তাদের থেকে যদি এর প্রমাণ তলব করা হয় অর্থাৎ 'কাফির বলা হয়েছে' বলে ওরা যে দাবী করে, তা কোন্ কিতাবে, কোন পুস্তিকায় বা ফত্ওয়ায় বা কোন্ ম্যাগাজিনে বলা হয়েছে, জিজ্ঞাসা করলে, কিছুই দেখাতে পারবেনা। তাই দেখুন, কুরআন মাজীদ তাদেরকে মিথ্যুক বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে ঃ

فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ

(যখন ওরা প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে নাই, সে কারণে তারা আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী)।

মুসলমানগণ! যাচাইকৃত ব্যক্তিদেরকে যাচাই করার কি প্রয়োজন। অনেক বার

তাঁদেরকে যাচাই করা হয়েছে। তারা এ দাবীটা জোরে শোরে করে থাকে। কিন্তু যখন কেউ প্রমাণ চায়,মুখ লুকিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। এমন নিলর্জ্জ যে নিজেদের ভ্রান্ত ধারণার উপর অটল রয়ে আল্লাহ ও তার রসুলের শানে বেআদবী করে, ওদের মুরুব্বীরা যে কুফরী করেছে, তা ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্য বলে থাকে উলামায়ে আহলে সুন্নাত বিনা কারণে লোকদের কাফির বলে। মুসলমানগণ! এ প্রতারকদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন- তাদের এ মনগড়া কথার কোন প্রমান আছে কি?

قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ-

অর্থ ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও দলীল উপস্থাপন কর।

এর থেকে বেশী কিছু বলার আমাদের প্রয়োজন নেই। তবে খোদার মেহরবানীতে তারা যে মিথ্যুক, তা আমি সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত করবো, যাতে ওদের প্রতারণা মুসলমানদের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায়। উলামায়ে আহলে সুন্নাত ইসমাইল দেহলভীর লিখনীর মধ্যে কুফরী উক্তি প্রমাণিত করেছেন এবং এর পরও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন -

(১) 'সুবহানুল সবুহ' নামক (৩০৯ হিজরীতে প্রকাশিত) কিতাবে ইসমাইল দেহলবী ও তাঁর অনুসারীদের উপর ৭৫টি কারণে সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা কুফরী প্রমাণিত করে ৯০ পৃষ্ঠায় বলেছেন সাবধানী উলামায়ে কিরাম ওদেরকে কাফির বলা থেকে বিরত রয়েছেন ঃ

وَهُوَ الْجَوَاب وَبِهٖ يفتى وعليه الفتوى وهو المذهب وعليه الاعتماد وفيه السلامة وفيه السداد ·

অর্থাৎ এটাই উত্তর, এটার উপরই ফত্ওয়া, এটাই আমাদের মাযহাব এটার উপরই আমাদের আস্থা, এতেই নিরাপদ এবং এতেই অটলতা।

(২) আল-কাউকাবাতুশ শাহাবিয়া নামক কিতাবটি ইসমাইল দেহলভী ও তার অনুসারীদের সমালোচনায় রচিত হয়েছিল। এটা ১৩১৬ হিজরীতে আজিমাবাদে প্রথমবার প্রকাশিত হয়। এ কিতাবে কুরআন হাদীছের সুস্পষ্ট দলিল ও ইমামদের নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন কিতাবের উদ্বৃতি দ্বারা সত্তরেরও অধিক কারণে ইসমাইল দেহলভীর উপর কুফরী অপরিহার্য বলে প্রমাণিত করা হয়। কিন্তু পরিশেষে উক্ত কিতাবের ৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে- 'আমাদের মতে সাবধানতা অবলম্বনের খাতিরে কাফির বলা থেকে বিরত থাকাটা সমীচিন।'

(৩) 'সল্লুস সয়ূফ' নামক (আজিমাবাদ থেকে ১৩৩২ হিজরীতে প্রকাশিত) কিতাবেও

ইসমাইল দেহলভী ও তার সহযোগীদের উপর বিভিন্ন জোরালো কারণে কুফরীর অভিযোগ প্রমাণিত করে ২১ ও ২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-"ফিকাহ শাস্ত্রীয় এ হুকুমটা কটুক্তিপূর্ণ উক্তির জন্য জারী করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের উলামায়ে কিরামের উপর খোদার অগণিত রহমত ও অশেষ মেহেরবানী যে এতকিছু দেখা সত্বেও এবং সেই দলের নেতাদের মুখে কথায় খাঁটি মুসলমানদের প্রতি কুফর ও শিরকের কথা শুনেও রাগের মাথায় সাবধানতার আচঁলকে হাতছাড়া করেননি এবং প্রতিশোধের কোন মনোভাবও সৃষ্টি হয়নি।তাঁরা এখনও বলেন যে,লুযুম ও ইলতিযামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উক্তিসমূহ কুফরী হওয়া আর উক্তিকারীকে কাফির বলা এক কথা নয়। দুর্বল থেকে দুর্বলতর ঈমানের লক্ষণ পেলেও আমরা কুফরীর হুকুম জারী করা থেকে বিরত থাকি।

(৪) 'ইযালাতুল আর' নামক কিতাবের (যেটা ১৩১৭ হিজরীতে আজিমাবাদে প্রথম ছাপিয়ে ছিল) ১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে " আমরা এ বিষয়ে পুর্বসূরীদের উক্তি অনুসরণ করি। তাদের মধ্যে যারা দ্বীনের প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের অস্বীকারকারী নয় এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের অস্বীকারকারীকে মুসলমান মনে করে, আমরা তাদেরকে কাফির বলিনা।'

(৫) ইসমাইল দেহলবীর কথা বাদই দিন, অন্যরা যারা অপবাদকারী হিসেবে বিবেচিত হয়েও 'মাসআলা-ইমকানে কিযব' এর পরিপ্রেক্ষিতে ৭৮টি কারণে কুফরী প্রমাণিত হওয়ার পরও ' সিজনুস সবুহ' নামক কিতাবের ৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে- খোদার শপথ, হাজারবার খোদার শপথ,কখনও ওদের কাফির বলা পসন্দ করিনা, ওদের নবাগত অনুসারীদেরকে এখনও মুসলমান মনে করি। যদিওবা ওদের বিদআত ও গোমরাহের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই এবং এ ফেরকার নেতার (ইসমাইল দেহলবী) কুফরীর ব্যাপারেও আমরা নিশ্চুপ। কেননা আমাদের নবী করীম আলাইহিস সালাম কলেমা পাঠকারীদেরকে কাফির বলতে বারণ করেছেন,যতক্ষণ কুফরীর কারণ সুর্যের আলো থেকে অধিক সুস্পষ্ট না হয় এবং ইসলামের পক্ষে কোন দুর্বলতর প্রমানও বিদ্যমান না থাকে।

মুসলমানগণ! আপনাদেরকে স্বীয় দ্বীন,ঈমান, কিয়ামত দিবস এবং আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জানতে চাই যে, যে বান্দা ওদের কুফরী প্রমাণ করার পরও একান্ত সতর্কতা ও অধিক খোদাভীতির কারণে কাফির বলা থেকে বিরত রয়েছে, তাঁকে যদি কাফির বলে ফতওয়া দেয়া হয়, তা কত যে নির্লজ্জতা অবিচার ও হীনমান্যতার পরিচায়ক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের নবী করীম

আলাইহিস সালাম ঠিকই বলেছেন- إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ
(যখন তুমি লজ্জাশরমের মাথা খাও,তখন যা ইচ্ছে করতে পার)

بیحیا باش وآنچه خواهی کن

(বেহায়া ব্যক্তিরা যা ইচ্ছে তা করতে পারে)।

মুসলমানগণ! উপরোক্ত উক্তিসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করুন এবং আল্লাহ রসূলের ভয়কে সামনে রেখে ইনসাফ করুন, এ উক্তিসমূহ অপবাদকারীদের অপবাদকে কেবল রদ করেনি, সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে এ মহত সাবধানী ব্যক্তিরা অপবাদকারীদের কখনও কাফির বলেননি, যতক্ষণ সুস্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে কুফরী প্রমাণিত হয়নি এবং এ ব্যাপারেকোন ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে না। তাঁরাইতো ওদের বেলায় সত্তরটি কারণে কুফরী প্রমাণিত করার পরও বলেছেন-আমাদেরকে নবী করীম আলাইহিস সালাম 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু' পাঠকারীদের কাফির বলতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ কুফরীর কারণ সূর্য থেকে অধিক উজ্জ্বল না হয়, এবং ঈমানের কোন দুর্বলতর বৈশিষ্ট্যও বাকী না থাকে। এ খোদার বান্দা,যিনি সে সব অপবাদকারীদের বেলায় (যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অপবাদ সম্পর্কে সুনিশ্চিতহতে পারেনি) ফকীহগণের দৃষ্টিকোণ থেকে ৭৮টি কারণে কুফরী প্রমাণিত করে পরিশেষে লিখেছেন,'হাজার হাজার বার আল্লাহর শপথ, আমি তাদেরকে কাফির বলাটা কখনও পসন্দ করিনি। যখন কাফির বলেছি তখন সুসম্পর্ক ছিল। এখন তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।তাদের জমিদারীর বেলায় আমাদের কোন হস্তক্ষেপ ছিল না। আল্লাহর শপথ, মুসলমানদের কাছে শত্রুমিত্র নির্ণয় হয় আল্লাহ ও রসুলের সাথে মহব্বত ও শত্রুতা দ্বারা। যতক্ষণ পর্যন্তএসব অপবাদ প্রকাশ পায়নি এবং আল্লাহ রসুলের শানে অশোভনীয় কোন কিছু দেখিনি ও শুনিনি, ততক্ষণ পর্যন্ত সংযম প্রদর্শন করেছি, এমনকি ফকীহগণের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকক্ষেত্রে কুফরী অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও সর্তকতা অবলম্বন করেছি এবং ইসলামী দার্শনিকদের অনুসরনে কোন কিছু মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছি। কিন্তু যখন সুস্পষ্টভাবেদ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়কে অস্বীকার ও আল্লাহ ও রসুলের শানে অপবাদ নিজ চোখে দেখলাম, তখন কাফির বলা ব্যতিত অন্য কোন উপায় ছিলনা। কেননা দ্বীনের ইমামগণ বলেছেন-

مَنْ شَكَّ عَذَابِهِ وَكُفْرِهِ فَقَدْ كَفَرَ

(যে এ ধরণের ব্যক্তির আজাব ও কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ করে, সে নিজেই কাফির) নিজের ও সাধারণ দ্বীনি ভাইদের ঈমান বাঁচানো অপরিহার্য ছিল। তাই বাধ্য হয়ে কুফরীর ফতওয়া দিয়েছি এবং তা প্রকাশ করেছি- وَذٰلِكَ جَزَاءُ الظّٰلِمِيْنَ
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান ঃ

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۔

(বলে দিন, সত্যের আবির্ভাব হয়েছে এবং বাতিল তিরোহিত হয়েছে। বাতিল নিশ্চয়ই তিরোহিত হওয়ার ছিল) আরও ইরশাদ ফরমান ঃ

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

(ধর্মের মধ্যে কোন জোর জবরদস্তি নেই, সত্যপথ পরিষ্কারভাবে গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে।)

এ পুস্তিকায় চারটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে- (১) ওসব অপবাদকারীরা যা' কিছুলিখেছে ও প্রকাশ করেছে, তা নিশ্চয়ই আল্লাহ ও রসুলের শানে অবমাননাকর ছিল, (২) আল্লাহ ও রসূলের শানে অবমাননাকর উক্তিকারী কাফির (৩) যে তাদেরকে কাফির বলেনা,তাদের সাথে সংস্রব বজায় রাখে, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের কথা বিবেচনা করে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। তাদের মত সেও কাফির বলে বিবেচ্য। কিয়ামতের দিন তাকে তাদের সাথে একই রশিতে বাঁধা হবে। (৪) যেসব ওজর আপত্তি বা ধোঁকার আশ্রয় নিয়েছে, সব ভিত্তিহীন প্রতিভাত হয়েছে। খোদার ফজলে এ চারটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে,যার প্রমাণ কুরআনের আয়াত দ্বারা দেয়া হয়েছে। এবার আপনাদের পছন্দ মোতাবেক হয়তো বেহেশতের পথ অথবা দোযখের পথ অবলম্বন করুন। তবে এতটুকু জেনে রাখুন যে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দামান ছেড়ে যায়েদ, ওমর প্রমূখেরঅনুসারী হলে কখনো কামিয়াব হওয়া যাবে না।

খোদার শুকরিয়া, প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানের কাছে আমার বক্তব্য সানন্দে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমান ভাইদের জন্য সীলমোহরযুক্ত দলীলের প্রয়োজন। হেরমাইন শরীফাইনের উলামায়ে কিরামের ফত্ওয়া থেকে অন্য কোন ফত্ওয়া বেশী নির্ভরযোগ্য হতে পারেনা। যেখান থেকে দ্বীনের সূচনা হয়েছে এবং যেখানে শয়তানের গতিবিধি সীমিত বলে সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, সেখানকার উলামায়ে কিরামের সীল মোহরযুক্ত ফত্ওয়া 'হুস্সামুল হেরমাইন' দেখুন। সাধারণ মুসলামান ভাইদের সুবিধার্থে ফত্ওয়াগুলো সহজ ভাষায় উর্দুতে অনুবাদ করা হয়েছে। হে আল্লাহ! মুসলমান ভাইদেরকে হক কবুল করার তৌফিক দান করুন এবং তোমার ও তোমার হাবীবের মুকাবিলায় যায়েদ, ওমর প্রমূখের অনুসারী হওয়া থেকে রক্ষা করুন-আমীন, আমীন, আমীন।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَاَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَاَكْمَلُ السَّلَامِ عَلٰى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۔